ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-284 ■ 14 July, 2026 ■ আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৯ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বর্ষণে রাঙ্গাপানিয়া নদীর জল বিপদসীমার উপরে, বহু কৃষি জমি প্লাবিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বক্সনগর, ১৩ জুলাই ।। টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে চড়িলাম এলাকায় রাঙ্গা পানিয়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বিস্তীর্ণ কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে। নদীর জল ঢুকে পড়ায় সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা।

সোমবার ভোররাত থেকে শুরু হওয়া ভারী বর্ষণের জেরে নদীর জল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উত্তর চড়িলামের রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার একাধিক কৃষিজমি জলের তলায় চলে যায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সবজি চাষিরা।

স্থানীয় এক মহিলা কৃষক জানান, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় তাঁর চাষ করা সমস্ত সবজি ক্ষেত প্লাবিত হয়েছে। এতে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। একই ধরনের সমস্যায় পড়েছেন এলাকার আরও বহু কৃষক।

কৃষকদের আশঙ্কা, দ্রুত জল না নামলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। তাঁরা ক্ষয়ক্ষতির সরকারি সমীক্ষা করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

এদিকে, গতকাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত টানা ভারী বর্ষণের জেরে বক্সনগর ব্লকের একাধিক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পুকুর, কৃষিজমি ও বসতবাড়ি প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু পরিবার। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভেলুয়ারচর উত্তরপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ড। সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন বক্সনগরের বিধায়ক, বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস এবং বক্সনগর ব্লকের চেয়ারপার্সন স্বপ্না নমঃ। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার খোঁজখবর নেন এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভেলুয়ারচর উত্তরপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তত ২০ থেকে ২৫টি বাড়িতে জল ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে প্রায় ১৩টি বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

১৬ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)-এর আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্র।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ বাংলাদেশের ওপর অবস্থানরত ঘূর্ণাবর্ত, পূর্ব বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় অপর একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে ত্রিপুরায় প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে। এর জেরেই আগামী কয়েকদিন রাজ্যের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

টানা বৃষ্টিতে শহরের দুই রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ, যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। টানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কাটাখাল বাঁধ এবং দুর্গাচৌমুহনী থেকে প্রগতি এলাকার পেছনের সড়ক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। জননিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই দুই পথ ব্যবহার না করার নির্দেশ জারি করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন।

সোমবার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. বিশাল কুমার(আই এএস) স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ২৬, ৩০ ও ৩৪ ধারার অধীনে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, টানা বৃষ্টির কারণে কাটাখাল বাঁধ এবং দুর্গাচৌমুহনী-প্রগতির পেছনের সড়কে বাঁধ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনকে আগাম নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। সম্ভাব্য ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা। তিনি জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে রাজ্যের সব জেলার জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতোমধ্যেই সব জেলার জেলা শাসকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠকে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর বিশেষ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বর্ষণে স্থগিত পর্ষদের বছর বাঁচাও পরীক্ষা হবে ১৫ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী বৃষ্টির কারণে সোমবার, ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (টিবিএসই) পরিচালিত 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষাটি আগামী ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়সূচিতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

টিবিএসই-র সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী এ তথ্য জানিয়ে বলেন, পরীক্ষা ১৫ জুলাই পূর্বনির্ধারিত সময়েই নেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি জানান, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে চলতি মাসের মধ্যেই 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে আইইডি বিস্ফোরণে নিহত এক জওয়ান, আহত চার

কোহিমা, ১৩ জুলাই(আইএএনএস) ।। নাগাল্যান্ডের চুমুকেদিমা জেলায় সোমবার শক্তিশালী ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে অসম রাইফেলসের এক জওয়ান নিহত এবং আরও চারজন আহত হয়েছেন। সরকারি সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

কোহিমার কর্মকর্তাদের মতে, সোমবার দুপুরে চুমুকেদিমা জেলার সুখোভি এলাকার কাছে অসম রাইফেলসের একটি গাড়িবহর লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে বহরের একটি গাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত চার জওয়ানকে দ্রুত নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, সুখোভি এলাকায় অসম রাইফেলসের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, জওয়ানরা গাড়িবহর নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আইইডিটি বিস্ফোরিত হয়। ঘটনার পরপরই হামলাকারীদের খুঁজে বের করতে এলাকাজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বিস্ফোরকটি রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা হয়েছিল কি না এবং তা দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে কি না। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

উল্লেখ্য, এই ঘটনা ঘটল মাত্র আট দিন আগে প্রতিবেশী মণিপুরের উখরুল জেলায় ইম্ফল-দিমাপুর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-২)-এ অসম রাইফেলসের একটি গাড়ির উপর হামলায় দুই জওয়ান নিহত হওয়ার ঘটনার পর। গত ৬ জুলাই নুংশাং কং এলাকায় সন্দেহভাজন নাগা জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় নিহত হন ওয়ারেন্ট অফিসার বলবন্ত সিং এবং হাবিলদার চন্দ্র মোহন সিং।

সেই হামলার পর দেশজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। হামলাকারীদের গ্রেফতারে কেন্দ্রীয় ও মণিপুরের নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, প্রভাবশালী নাগা বিদ্রোহী সংগঠন এনএসসিএন-আইএম মণিপুরের ওই হামলায় নিজেদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা ভারতের কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং চলমান ইন্দো-নাগা শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৬ জুলাইয়ের হামলার পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এনএসসিএন-আইএম জানায়, ওই ঘটনায় তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তারা এ বিষয়ে আগে থেকে কিছু জানতও না। সংগঠনটির দাবি, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং চলমান রাজনৈতিক আলোচনাকে কোনওভাবেই ব্যাহত করবে না।

ভাড়াবাড়ি থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। রাজধানীর বিদ্যাসাগর প্রফেসর পাড়া এলাকায় একটি ভাড়াবাড়ি থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় ভিড় জমায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম বিষ্ণু বণিক (২৬)। তাঁর বাড়ি খোয়াই জেলার কল্যাণপুর এলাকায়। তিনি কাশিপুরের একটি বাজাজ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন এবং আগরতলার বিদ্যাসাগর প্রফেসর পাড়ায় জয়দীপ সেন চৌধুরীর বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার ও সাংসদ বিপ্লব দেবের চেষ্টায়

এইমসে শুরু মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। দিল্লী এমইসে চিকিৎসাধীন বিরল জেনেটিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ২২ মাসের শিশু মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার সুবিধার্থে সব রকম সহায়তা করছে রাজ্য সরকার ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার দিল্লি ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকরা অবিলম্বে বনশ্রী পরিবারকে সহায়তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। টিএমসির সঙ্গে সমন্বয় করার সম্পূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা ভবন। যাতে উচ্চস্তরের চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রটোকল গুলি নিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখমনশ্রী চৌধুরী, বাবা ধ্রুব চৌধুরী, স্পাইন্যাল মাকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ-১ নির্ণয় করা হয়েছে, যা একটি গুরুতর এবং প্রাণঘাতী

নিউরোমাসকুলার অবস্থা যার জন্য অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও যত্ন প্রয়োজন।মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নির্দেশনা পাওয়ার পর, নতুন দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকরা অবিলম্বে পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ত্রিপুরা ভবন টিম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নয়াদিল্লির সাথে সমন্বয় করার সম্পূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে শিশুটি উচ্চ-স্তরের চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রোটোকলগুলি নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারে।, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গুরুতর সংকটের সময় ত্রিপুরার কোনো নাগরিক যেন নিজেকে অসহায় মনে না করেন। তার জন্য রাজ্য সরকার এমইসে তার চিকিৎসাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে।

এদিকে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব মনশ্রীর কথা রাখলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাশে থাকার যে আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন, তারই অংশ হিসেবে রবিবার তাকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এমস)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, সাংসদের নির্দেশে আগরতলা ও নয়াদিল্লিতে তাঁর কার্যালয় মনশ্রীর পরিবারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে এমসে চিকিৎসার সমস্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। এর আগে সম্ভাব্য চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করেন সাংসদ। পাশাপাশি শিশুটির বিরল রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শেফালি গুলাতির সঙ্গেও তিনি আগাম যোগাযোগ করেন।

এমসে চিকিৎসা শেষে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানান মনশ্রীর বাবা ধ্রুব চৌধুরী। তিনি বলেন, ডা. শেফালি গুলাতি জরুরি ছুটিতে থাকলেও সাংসদের অনুরোধে মনশ্রীর চিকিৎসার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বেহাল পূর্বগণকি সড়ক দুর্ভোগে হাজারো মানুষ সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে খোয়াইয়ের পূর্বগণকি যাওয়ার অন্যতম প্রধান সড়ক। বর্ষার কারণে সড়কের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কাদা ও খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং যানবাহনের চালকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পূর্বগণকিতে যাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদায় পরিণত হচ্ছে এবং চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এলাকাবাসী জানান, কিছুদিন আগে সড়কের একটি কালভার্ট ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পরে পূর্ত দপ্তর কালভার্টটি নির্মাণ করলেও সংলগ্ন অংশে স্থায়ী সংস্কারের পরিবর্তে কেবল কাঁচা মাটি ফেলে কাজ শেষ করা হয়। বর্ষা শুরু হতেই সেই অংশ কাদায় পরিণত হওয়ায় বর্তমানে সাধারণ মানুষের চলাচল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সড়কটির স্থায়ী সংস্কার এবং চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। তা না হলে বর্ষাকালে দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

জিবিতে রোগীর সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। জিবি হাসপাতালে রোগীদের সমস্যা এবং হাসপাতালের সমস্ত সমস্যা শীঘ্রই সমাধান করা হবে। জিবির সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করা হবে। সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্যের অন্যতম প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিশেষ করে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। দায়িত্ব গ্রহণ করেই রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সেই মর্মে স্বাস্থ্য দপ্তর ও আধিকারিকদের সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই অবস্থায় আজ ফের একবার আচমকা জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। জিবি রাজ্যের অন্যতম রেফারেল ও বৃহত্তম হাসপাতাল। এটি ত্রিপুরার অন্যতম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালও।

এদিন হাসপাতাল পরিদর্শন করে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, জিবি রাজ্যের অন্যতম প্রধান হাসপাতাল। রাজ্যের মানুষ চিকিৎসা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফুলবাড়িকান্দিতে পথ অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ জুলাই ।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তার সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হলেন ঊনকোটি জেলার ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। অবরোধের জেরে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, অফিসযাত্রী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি এলাকার একাধিক গ্রামের মানুষের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হওয়ায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, প্রায় দুই বছর ধরে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে একাধিকবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কাদা ও জল জমে যাওয়ায় প্রতিদিন যাতায়াতে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন দুটি স্কুল, একটি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র এবং ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যাতায়াত করেন এলাকার বাসিন্দারা। অথচ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় জনজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের হুঁশিয়ারি, রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরুর বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভাড়া নিয়ে বচসা ব্যবসায়ীকে মারধর ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুলাই।। ভাড়া ও মালপত্র বহনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের নয়াপাড়া মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এক ব্যবসায়ীকে মারধর এবং তাঁর মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলও ব্যাহত হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম শোভম দেব। তিনি নয়াপাড়া মোটরস্ট্যান্ডে একটি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৯ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার জের ?

উত্তেজনা যেন কিছুতেই কমিতেছে না ওপার বাংলায়। বাংলাদেশে গাইবান্ধার পলাশবাড়ির শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ কালী মন্দির প্রাঙ্গণে ৮১ ফুট উঁচু শ্রীরামের মূর্তি নির্মাণের উদ্যোক্তা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসকে গ্রেপ্তার করিল বাংলাদেশ পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে গাইবান্ধা জেলা থেকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাঁহার বিরুদ্ধে ৯.৩৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ওপার বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করিয়া শোরগোল শুরু হইয়াছে।বাংলাদেশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-এর পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে, হরিদাস চন্দ্র তরণী দাস ওরফে 'তৌহিদ ইসলাম'-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং এমএফএস অ্যাকাউন্টে আয়ের কোনও বৈধ উৎস ছাড়াই কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া গিয়াছে।বাংলাদেশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-এর পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে, হরিদাস চন্দ্র তরণী দাস ওরফে 'তৌহিদ ইসলাম'-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও এমএফএস অ্যাকাউন্টে আয়ের কোনও বৈধ উৎস ছাড়াই কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া গিয়াছে।প্রাথমিক তদন্তে দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার এবং একটি সংগঠিত অপরাধ চক্রের সঙ্গে হরিদাসের জড়িত থাকিবার প্রমাণ মিলিয়াছে। সিআইডি আরও জানায়, ২০১০ সালে ভারত থেকে অবৈধভাবে শিক্ষা নিয়া বাংলাদেশে ফেরার পর, ২০১৯ সালে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তৌহিদ ইসলাম নাম নেন। যদিও পরে তিনি পুনরায় মন্দিরের পরিচালনায় যুক্ত হন।অন্যদিকে, আদালতে দাঁড়াইয়া নিজের স্বপক্ষে সওয়াল করিয়া হরিদাস বলেন, "একটা মন্দির পরিচালনা করা যদি অপরাধ হয়, তবে আমার কিছু করার নাই। উদ্ধার হওয়া সমস্ত অর্থ ভক্তদের দেওয়া অনুদান।এই টাকা কোনও বেআইনি কাজে ব্যবহার হইয়াছে কি না, তাহা খতিয়ে দেখুক প্রশাসন।"হরিদাসের এই গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করিয়াছে 'বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'। কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিবৃতিতে তাহারা জানাইয়াছে, দীর্ঘদিন ধরিয়া কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো এই রাম মূর্তির বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতেছিল। প্রশাসন সেই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়া উল্টে হরিদাসের মতো একজন মানুষ যিনি নিজে লাগাতার হুমকির শিকার হইতেছিলেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পরিষদ অবিলম্বে হরিদাসের মুক্তির দাবি জানাইয়াছে।উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগেই এই ৮১ ফুটের রাম মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করিয়া গাইবান্ধায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। কট্টরপন্থী ইসলামিক সংগঠনগুলির হুমকির মুখে শেষ পর্যন্ত মূর্তি গড়িবার কাজ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ।বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর এবং এই সাম্প্রতিক অস্থিরতার ওপর কড়া নজর রাখিতেছে ভারত সরকারও। গত ২৩ জুন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নয়াদিল্লির গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ঢাকাকে স্পষ্ট বার্তা দিয়াছিলেন। ভারত সাফ জানাইয়াছিল, বাংলাদেশে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে দমন করিতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে সরকারকে অবিলম্বে এবং অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। এই আবহে হরিদাসের গ্রেপ্তার দুই দেশের কূটনৈতিক মহলে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখিবার।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভক্তদের দাবি, এটি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতারই ফল। গাইবান্ধায় দেশের বৃহত্তম এই রাম মূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই কট্টরপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলোর তীব্র বিরোধিতা ও হুমকির মুখে পড়িতে হইয়াছিল। চাপের মুখে পড়িয়া কিছুদিন আগে মূর্তি নির্মাণের কাজ স্থগিতও করিতে হয়। ফলে ভক্তদের দাবি, মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার কারণেই তাঁহাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'মিথ্যা মামলায়' ফাঁসানো হইয়াছে।বর্তমানে হরিদাস চন্দ্র সিআইডির হেফাজতে রহিয়াছেন এবং বিষয়টির আইনি তদন্ত চলিয়াছে।বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ও তাহাদের উপাসনালয়গুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্তমানে মিশ্র এবং একটি সংবেদনশীল অবস্থায় রহিয়াছে। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশটির সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিয়া স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হইয়াছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগও নেওয়া হইতেছে। ২০২৪ সালের শেষভাগ থেকে ২০২৬ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও চুরির বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ও সংগঠিত ঘটনা ঘটিয়াছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলোর (যেমন: বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ইসকন) পক্ষ থেকে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর এবং নিরাপত্তা হীনতার বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।সাম্প্রতিক উৎসবগুলোর প্রাক্কালে ইসকন বাংলাদেশসহ প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া নিরাপত্তা সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উৎসবগুলো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তর্বর্তীকালীন ও বর্তমান প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বস্ত করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে সকল নাগরিকেরবিশেষ করিয়া সংখ্যালঘুদেরনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে তাহারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেকোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি বা সহিংসতা রোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর রহিয়াছে।মাঠপর্যায়ে এখনও কিছু বিচ্ছিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বা চরমপন্থী গোষ্ঠীর উস্কানির কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে একধরনের শঙ্কা কাজ করিলেও, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান ও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি এবং উৎসবগুলো উদযাপনে সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত রহিয়াছে।

সিড প্রকল্প: যাযাবর ও অর্ধ যাযাবর দেরআকাঙ্ক্ষা ও সুযোগের অগ্রগতির সোপান

সুধাংশ পন্থ

ভারত সরকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এবং অ-বিজ্ঞাপিত, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণ বোর্ড- এর মাধ্যমে, অ-বিজ্ঞাপিত, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উদ্যোক্তা এবং জীবিকা নির্বাহ প্রসারের লক্ষ্যে 'অ-বিজ্ঞাপিত, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবরদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প' অর্থাৎ সিড প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।এই প্রকল্পটি দেশজুড়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা এবং সুস্থায়ী জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিতে অর্থবহ অবদান রাখছে। এর বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে, সিড সুবিধাভোগীদের তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে এবং ভারতের উন্নয়নযাত্রায় অংশগ্রহণে সহায়তা করছে।

২০২৫-২৬ সালে, শিক্ষা, জীবিকা এবং স্বাস্থ্যসেবাউদ্যোগসহ এই প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের আওতায় ১.১০ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য ৫৩.০৬ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা অসংখ্য সাফল্যের গল্পে এই প্রকল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্যোগ সম্প্রসারণ এবং আয় বৃদ্ধি:

তামিলনাড়ুর থেনিজেলায়, চিন্নাথাই সিড প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত ১২,৫০০ টাকার জীবিকা সহায়তায়বাড়িতেইডলি ও দোসা ব্যাটার তৈরির একটি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি সেই সহায়তা ব্যবহার করে একটি ওয়েটগ্রাইন্ডারকেনেন এবং এলাকায় ধীরে ধীরে তার গ্রাহক সংখ্যা বাড়াতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে, এই উদ্যোগটি একটি নিয়মিত আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে, যার মাসিক আয় প্রায় ৩, ০০০ রুপি। নিজের ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি, তিনি সঞ্চয়, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং উদ্যোক্তা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আজ তার উদ্যোগটি পারিবারিক আয়ে অবদান রাখছে এবং এটি উদ্যোক্তা তৈরি ও জীবিকা সৃষ্টিতে সিড স্কিমের ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে।

সমৃদ্ধি বয়ন শিল্প:

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলায়, বুচিনাইদুকান্দ্রিগা মণ্ডলের নয়জন মহিলা কারিগরকে নিয়ে গঠিত মহেশ্বরী ডিএনটিস্বনির্ভর গোষ্ঠী, সিড প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত সহায়তার মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশের বয়ন শিল্পকে প্রসারিত করেছে।

ডিএনটি সিড প্রকল্পের অধীনে ২০২৪ সালের নভেম্বরে গঠিত এই গোষ্ঠীটি ২০২৫ সালের এপ্রিলে ২৫,০০০ টাকার একটি আবর্তনশীল তহবিল সহায়তা লাভ করে। এই সহায়তার ফলে সদস্যরা সুল্লুরোপেটা থেকে বাঁশের কাঁচামাল সংগ্রহ করতে, বাঁশের ঝুড়ি ও অন্যান্য বয়নজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে এবং তাদের সম্মিলিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একত্রে কাজ করে সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাসও গড়ে তুলেছেন এবং তাদের উদ্যোক্তা হওয়ারসক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। এই উদ্যোগটি পরিবারের আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যার ফলে এখন প্রত্যেক সদস্য বাঁশের পণ্য বিক্রি করে প্রতি মাসে ২০, ০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা উপার্জন করছেন। বর্তমানে, এই বাঁশ বয়ন উদ্যোগটি সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য আয়ের একটি সুস্থায়ী উৎস হিসেবে কাজ করছে এবং এটি সিড প্রকল্পের অধীনে সমর্থিত গোষ্ঠী-চালিত উদ্যোক্তার উদ্যোগ একটি অনন্য নজীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাগত সাফল্য সমর্থন:

সিড স্কিমের শিক্ষা কার্যক্রমটি সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনেও সহায়তা করছে।সিড স্কিমের (২০২৫-২৬) বিনামূল্যে কোচিং কর্মসূচির অধীনে সন্দেশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ৩২,০০০ টাকার কোচিং সহায়তা লাভ করেন। এই সুসংগঠিতকোচিংয়ের সুবাদে তিনি সফলভাবেএসএসসিজিডিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে (সিআরপিএফ) কনস্টেবল হিসেবে যোগদান করেন। তার এই সাফল্য এটাই তুলে ধরে যে, এই প্রকল্পের আওতাধীন শিক্ষাগত সহায়তা কীভাবে সুবিধাভোগীদের পেশাগত জীবন গড়তে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম করছে।

আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগের অগ্রগতি:

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা সাফল্যের গল্পগুলো অ-বিজ্ঞাপিত, যাযাবর এবং অর্ধ-যাযাবর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, উদ্যোক্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবিকা সৃষ্টির প্রসারে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নমন্ত্রণালয়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। উদ্যোগ সম্প্রসারণ ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি থেকে শুরু করে শিক্ষাগত সাফল্য ও পেশাগত জীবনে সহায়তা পর্যন্ত, সিড স্কিমসারাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

যেহেতু সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে চলেছেন, এই প্রকল্পটি আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ এবং কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। শিক্ষা, উদ্যোক্তা এবং জীবিকা সহায়তার মাধ্যমে, সিড ব্যক্তি ও পরিবারগুলিকে নতুন মাইলফলক তৈরি করতে এবং ভারতের উন্নয়নযাত্রায় অবদান রাখতে সাহায্য করছে।

*****

লেখক- শ্রী সুধাংশ পন্থ (আইএএস), সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগের সচিব।

ভারত টেক্স ২০২৬: মোদীর "ফাইভএফ" ভিশন বুনন

কাশ্মীরি পশমিনার স্বর্গীয় উষ্ণতা থেকে আসামের মুগা সিল্কের রাজকীয় দ্যুতি, কিংবা রাজস্থানিবান্ধনিরস্পন্দিতজ্যামিতিক নকশা থেকে কাঞ্জিভরম সিল্কের কালজয়ী ও সুবিন্যস্ত আভিজাত্য- ভারতের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যেন সুতোর বুননে আঁকা একটি জীবন্ত মানচিত্র। আজ, সভ্যতার এই অনন্য ক্যানভাস এক ছাদের নিচে একত্রিত হতেচলেছে। ১৪ থেকে ১৭ জুলাই নয়াদিল্লির আইকনিক'ভারত মণ্ডপম'-এ আয়োজিত 'ভারত টেক্স ২০২৬'-এর সূচনা আমাদের দেশের সেই অপূর্ব বৈচিত্র্যকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে।

বস্ত্রশিল্প শুধুমাত্র আমাদের ঐতিহ্যের প্রতিফলনই নয়, বরং এটি ভারতের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অবিচল ভিত্তি। প্রবৃদ্ধি ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই খাতটি একটি বিশাল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।এটি জিডিপিতে ২.৩শতাংশ, শিল্প উৎপাদনে ১৩শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ের ৮.৬শতাংশভূমিকারাখছে। কৃষিখাতের পরেই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসেবে এটি ১০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করছে, গ্রামীণ জনপদকে শক্তিশালী করছে এবং দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতাকে নিশ্চিত করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই বিশাল শক্তিকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে হলে 'ভারত টেক্স'-এর অভিজ্ঞতা নেওয়াপ্রয়োজন। এটি ভারতের একটি সর্বাঙ্গীন ও বিশ্বমানের বস্ত্রশিল্প বাণিজ্য মেলা, যা সমগ্র বিশ্বের সামনে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা ও সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়। এটি এমন একটিসমন্বিতবাণিজ্যমঞ্চ যেখানে দেশীয় উৎপাদক, বিভিন্ন রাজ্যের প্যাভিলিয়ন, আন্তর্জাতিক প্রদর্শক এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্রেতারা একই ছাদের নিচে সমবেত হন।এর ফলে অভূতপূর্ব পরিসরে উচ্চমানের পণ্য সংগ্রহ, কর্পোরেট সংযোগ স্থাপন এবং ব্র্যান্ডের প্রদর্শনী তুলেধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এই বিশাল উদ্যোগের যাত্রাপথের দিকে তাকালে "ভারত টেক্স"-এর পূর্ববর্তী দুটি আসর যে গভীর গর্ব ও স্বচ্ছতার অনুভূতি জাগিয়েছিল, তা আমার মনে পড়ে। "ভারত টেক্স"-এর গত আসরে বস্ত্র শিল্পের সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছিলেন যে, আমরা যে বীজটি বপন করেছিলাম তা এখন দ্রুত একটি বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এই জমকালো আয়োজনটি কেবল আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই উদযাপন করে না, বরং একটি উন্নত ভারতের বিপুল সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে। প্রথম দুটি আসরের অভাবনীয় সাফল্য- যা বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক ক্রেতাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এক জোরালো গতিবেগ তৈরি করেছিল- তারএকটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। "ভারত টেক্স ২০২৫"-এর সময় সরকার-থেকে-সরকার এবং ব্যবসা-থেকে-সরকার পর্যায়ের নিবিড় আলোচনাগুলোকে বাস্তব ফলাফলে রূপ নিতে দেখার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করেছে এবং ভারতের বাস্তবায়নের সক্ষমতার প্রতি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান আস্থাকেই প্রমাণ করেছে। এই তৃতীয় আসর সেই গতিবেগকেই আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক সম্ভাবনাকে শিল্পক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যে রূপান্তর করছে।

এবারেরআয়োজনের বিশাল পরিসর একটি সুচিন্তিত শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। ভারত মণ্ডপমের নির্দিষ্ট প্রদর্শনী হলগুলোতে এক বিশাল পরিসরে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ফাইবার, সুতা, কাপড়, পোশাক ও ফ্যাশন, হোম টেক্সটাইল, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক শিল্পসহ ভারতের সম্পূর্ণ টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন তুলে ধরা হয়েছে। ১৬০০-র বেশি প্রদর্শক এতে অংশ নিচ্ছেন, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর যুগান্তকারী ফাইভএফ ভিশনফার্ম টু ফাইবার টু ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন টু ফরেনএর প্রতিচ্ছবি হিসেবে স্থানীয় উৎপাদন শক্তিকে সরাসরি বিশ্বমঞ্চে নিয়ে আসছে। সমগ্র ভ্যালু চেইনকে একটি একক শিল্পধারায় একীভূত করার মাধ্যমে এই আয়োজনটি প্রতিটি উৎপাদন পর্যায়কেদেশীয়ভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরশীলসক্ষমতাকেইতুলেধরছে। এই উদ্যোগের প্রতি বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এবারের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, পর্তুগাল, স্পেন, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেপালসহ ১৪টি দেশের প্রদর্শকরা অংশ নিচ্ছেন।

পাশাপাশি এতে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সংস্থার জোরালো উপস্থিতি রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা যাচাই করতে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিচ্ছেন। চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ১১০টিরও বেশি দেশ থেকে ৭, ০০০-এরও বেশি ক্রেতা এবং ১ লাখ ৩০ হাজার বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট দর্শনার্থীদেরসমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা প্রদর্শিত ২০, ০০০-এরও বেশি টেক্সটাইল পণ্য প্রত্যক্ষ করবেন। এই বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থাকছে ৩,৫০০-এরও বেশি সুপরিকল্পিত"বিজনেস-টু-বিজনেস" (বিটুবি) বৈঠক এবং বিশেষ "স্টেট ইনভেস্টরকানেক্ট সেশন", যা ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যকে তাদের নিজস্ব শিল্প পরিকাঠামো তুলে ধরার সুযোগ করে দেবে।

শিল্পক্ষেত্রে প্রকৃত নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতি গভীর অঙ্গীকার প্রয়োজন। 'ভারত টেক্স ২০২৬"গ্লোবাল টেক্সটাইল ডায়ালগ'-এর মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই আয়োজনে প্যানেল আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক, মাস্টারক্লাস, বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ অধিবেশন, পুরস্কার ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপনের (পিচ ফেস্ট) আয়োজন এবং কর্মশালাসহ ১০০টিরও বেশি সুপরিকল্পিত সেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশি-বিদেশি ৩৭০ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় নির্বাহী (সিএক্সও), নীতিনির্ধারক এবং উদ্ভাবকের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সেশনগুলোতে মূলত বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসার, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের অগ্রগতি এবং ফ্যাশন ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ওপর আলোকপাত করা হবে। এছাড়া, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়টিও এই আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ হবে।

এই আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে'সুস্থায়ীত্ব' তথাসাসটেনিবিলিটিও 'বৃত্তাকার অর্থনীতি'র (সার্কুলারিটি) মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। গত আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন-সংশ্লিষ্টরা ক্রমশ 'পরিবেশ-বান্ধব ফ্যাশন' বা 'ফ্যাশনফরএনভায়রনমেন্ট'-এর ধারণাকে আপন করে নিচ্ছেন এবং সুস্থায়িত্বের বিষয়টি ভারতের বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। 'ভারত টেক্স'-এর এবারের আয়োজন বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলোকে এক বিশাল সুযোগে রূপান্তরিত করছে।এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে কীভাবে অত্যাধুনিক উদ্ভাবন আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলোকে উন্নত করে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করছে এবং বর্জ্য হ্রাস করছে। যার ফলে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন আমাদের তাঁতি ও কারুশিল্পীরা। বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং-এর বাস্তবমুখী নেতৃত্বে মন্ত্রকমাঠপর্যায়ে আধুনিকীকরণ ও সুস্থায়ীপ্রবৃদ্ধির এই উদ্যোগগুলোকে সক্রিয়ভাবেত্বরান্বিত করছে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, আমাদের সমগ্র বস্ত্রশিল্পের মূল্য-শৃঙ্খল (ভ্যালু চেইন) যেন শক্তিশালী আধুনিক প্রযুক্তি, কার্যকর ও সম্প্রসারণযোগ্য নীতি-কাঠামো এবং বলিষ্ঠ বাজার-সংযোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

"ভারত টেক্স" -এর মাধ্যমে যে অসাধারণ পরিসর ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশক ধরে চলা ধারাবাহিক নীতি-সংস্কারেরই প্রত্যক্ষ ফল। গত ১২ বছরে মোদী সরকার বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সামগ্রিক মূল্য-শৃঙ্খলেরপ্রতিটি ধাপকে শক্তিশালী করেছে। বস্ত্র শিল্পের জন্য "প্রোডাকশনলিঙ্কডইনসেন্টিভ" (পিএলআই) বা উৎপাদন-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্প ৩১,৬৮৭ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আকর্ষণ করেছে।এটি মানুষেরহাতেতৈরি তন্তু দিয়ে তৈরি পোশাক, কাপড় এবং কারিগরি বস্ত্রের (টেকনিক্যালটেক্সটাইলস) ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী "৫এফ" কৌশলের ওপর ভিত্তি করে সাতটি "পিএম মিত্র" পার্ককে সমন্বিত উৎপাদন কেন্দ্র বা ইকোসিস্টেম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তৃণমূল স্তরে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও সমানভাবে জোরালো রাখা হয়েছে; "জাতীয় তাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি"-র আওতায় ৭৯৪টি তাঁত ক্লাস্টারে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১.১৭ লক্ষ তাঁতিকে উন্নত মানের তাঁত যন্ত্র এবং প্রায় ৯০,০০০ কর্মীকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, "জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অধীনে হস্তশিল্প খাতে ১,৩৩৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, ১.৫ লক্ষেরও বেশি তাঁতিকে সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস (জেম)-এর আওতায় আনা হয়েছে এবং "তাঁতিদের জন্য মুদ্রাপ্রকল্প"-র মাধ্যমে প্রায় ৩ লক্ষ সুবিধাভোগীকে জামানত-বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় উৎপাদক, কারিগর এবং উদ্ভাবকদের সরাসরি বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, এই ব্যাপক সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো আমাদের সেই বিশাল বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার জন্য কাঠামোগতভাবে প্রস্তুত করেছে, যার নিদর্শন এই সপ্তাহে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

শ্রী পবিত্র মারঘেরিতা

ভারত মণ্ডপমের প্রাণবন্ত প্রদর্শনী হলগুলোর দিকে তাকালে, আমাদের দৃষ্টি এই বাণিজ্য মেলার তাৎক্ষণিক দিগন্তের অনেক ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয়। ভারতের বস্ত্রশিল্পকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি বৈশ্বিক শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের "ভিশন ২০৩০" রোডম্যাপের পথে এই আয়োজনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে, যা "বিকশিত ভারত@২০৪৭"-এর জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি আগামী চার দিন ধরে "ভারত টেক্স ২০২৬"-এ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আপনারা আমাদের কর্মীদের অবিশ্বাস্য শক্তি, আমাদের নির্মাতাদের অসাধারণ উদ্ভাবন এবং বিশ্ব বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করতে পারেন- যা গর্বের সাথে ভারতে ডিজাইন করা, টেকসই এবং বৃহৎ পরিসরে সমন্বিত।

*****

(লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী। প্রকাশিত মতামত ব্যক্তিগত।)

র্মনগরের ঐতিহ্যবাহী কালীদিঘিতে জলজ প্রাণীদের খাদ্যসংকট, কচ্ছপ উদ্ধার করে মানবিকতার নজির সুভাষ নাথের

ধর্মনগর, ১৩ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী কালীদিঘিতে থাকা মাছ, কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাদ্যসংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে দিঘিতে থাকা প্রাণীদের জন্য স্থায়ী খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কালীদিঘিতে হাজার হাজার মাছ, প্রায় ১২০টি কচ্ছপ এবং কয়েকটি হাঁস রয়েছে। কিন্তু এসব প্রাণীর নিয়মিত খাবারের জন্য সরকারি বা মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিদিন খাদ্যের আশায় মাছ ও কচ্ছপগুলি দিঘির পাড়ে মানুষের অপেক্ষায় ভিড় জমায়।

বাসিন্দারা জানান, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহনকারী এই জলাশয় শুধু একটি দিঘি নয়, এটি ধর্মনগরের ঐতিহ্য ও মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িত। তাই এখানকার জলজ প্রাণীদের সুরক্ষা এবং তাদের খাদ্যের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

খাদ্যসংকটের এই পরিস্থিতির মধ্যেই মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ধর্মনগরের বাসিন্দা সুভাষ নাথ। রাস্তায় একটি কচ্ছপকে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি সেটিকে উদ্ধার করেন। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার হাত থেকে কচ্ছপটিকে রক্ষা করার পর সুভাষ নাথ সেটিকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ধর্মনগরের কালীদিঘিতে অবমুক্ত করেন। তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের মতে, ছোট একটি উদ্যোগ হলেও সুভাষ নাথের এই মানবিক কাজ জলজ প্রাণীদের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধের বার্তা বহন করে।

এলাকাবাসীর দাবি, কালীদিঘির মাছ, কচ্ছপ ও অন্যান্য প্রাণীদের জন্য নিয়মিত খাদ্যের ব্যবস্থা করা জরুরি। পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ রক্ষা এবং প্রাণীদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।

সুভাষ নাথের মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয়রা কালীদিঘির জলজ প্রাণীদের সুরক্ষা ও নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

12-07-26.pmd 1 13-07-2026, 23:55

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় কিশোর-তরুণদের মাছ ধরার দৃশ্য। ছবি নিজস্ব।

অসম বাজেটে বন্যা সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ প্রকল্প উপেক্ষিত, অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়কের

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : অসম সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস বিধায়ক জয় প্রকাশ দাস। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের দীর্ঘদিনের বন্যা সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করে এমন প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয় প্রকাশ দাস বলেন, প্রতিবছর বন্যায় অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বহু জেলা দীর্ঘদিন ধরে প্লাবিত থাকে। অথচ এবারের বাজেটে এই পুনরাবৃত্ত বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনও সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই।

তিনি বলেন, গত এক দশক ধরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তারপরও প্রতি বছর বন্যায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়। মানুষ দুর্ভোগে থাকলেও সরকার বাস্তব সমস্যা সমাধানের বদলে মেট্রো রেল প্রকল্পের কথা বলছে। বাজেটে মেট্রো নিয়ে পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধানের কোনও দিশা নেই।

কংগ্রেস বিধায়কের অভিযোগ, রাজ্য সরকার একাধিক বড় ঘোষণা করলেও তার বাস্তবায়নের কোনও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। তাঁর দাবি, সরকার কেবল ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

জয় প্রকাশ দাস আরও বলেন, অতীতে সরকারের প্রচারিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পেরও এবারের বাজেটে কোনও উল্লেখ নেই। তাঁর অভিযোগ, বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও চর-চাপরি এলাকার উন্নয়নের জন্য কোনও বরাদ্দ রাখা হয়নি। একইভাবে একসময় বহুল প্রচারিত 'অসম দর্শন' প্রকল্পেরও বাজেটে কোনও উল্লেখ নেই।

তিনি আরও দাবি করেন, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীদ্বীপ এবং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মাজুলির উন্নয়নের জন্যও বাজেটে উল্লেখযোগ্য কোনও বরাদ্দ রাখা হয়নি।

মৎস্যচাষ ও জলাশয় উন্নয়ন প্রসঙ্গে সরকারের ঘোষণারও সমালোচনা করেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, পুকুর উন্নয়নের কথা বলা হলেও মৎস্যচাষিদের আর্থিক সহায়তা বা এই খাতের সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকার উন্নয়নে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাজেটে নেই।

জয় প্রকাশ দাসের অভিযোগ, এই সরকার শুধু বড় বড় ঘোষণা দিয়েই টিকে আছে। বাস্তবে মানুষের সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ খুব কমই দেখা যায়। এই বাজেটেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া নতুন কিছু নেই।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অসম সরকার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছে। সেখানে পরিকাঠামো উন্নয়ন, নগর পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা সঠিক দিশায় এগোচ্ছে: বাণিজ্য সচিব

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাণিজ্য চুক্তি (ট্রেড ডিল) নিয়ে আলোচনা ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল। সোমবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে আলোচনা সঠিক পথে এগোচ্ছে এবং আলোচনায় কোনও বড় বাধা নেই।

রাজেশ আগরওয়াল বলেন, আলোচনায় আমরা কোনও চ্যালেঞ্জ দেখছি না। উভয় পক্ষের মধ্যে পরামর্শ ও আলোচনা ইতিবাচক দিশায় এগোচ্ছে।

তিনি আরও জানান, ভারত-আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত ফ্রেমওয়ার্ক ট্রেড ডিল প্রস্তুত রয়েছে এবং উপযুক্ত সময়ে তা স্বাক্ষরিত হতে পারে। পাশাপাশি জ্বালানি আমদানিসহ দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগে চলতি মাসেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল জানিয়েছিলেন, ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) নিয়ে আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে এবং এমন একটি চুক্তির দিকেই এগোনো হচ্ছে, যা ভারতের জন্য প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় বেশি সুবিধাজনক হবে।

পীযূষ গোয়ালের বক্তব্য, ওয়াশিংটনে সাম্প্রতিক নীতিগত ও আইনি পরিবর্তন সত্ত্বেও এই বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে বড় কোনও বাধা তিনি দেখছেন না। তাঁর দাবি, শুল্ক ছাড়-সহ অধিকাংশ বিষয়েই প্রায় চূড়ান্ত সমঝোতা হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় মার্কিন বাজারে ভারত বরাবরই অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার চেয়েছে এবং সেই অবস্থানকে মার্কিন প্রশাসনও গুরুত্ব দিয়েছে। উচ্চ শুল্ক থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় ভারতের রফতানি স্থিতিশীল রয়েছে বলেও জানান পীযূষ গোয়াল। তাঁর অনুমান, চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের পণ্য রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

অন্যদিকে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে মাসে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার পণ্য বাণিজ্যে ৪১০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি (ট্রেড ডেফিসিট) নথিভুক্ত হয়েছে। একই সময়ে আমেরিকার সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে, যার অন্যতম কারণ রফতানি কমে যাওয়া এবং আমদানি বৃদ্ধি। তবে প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলির মধ্যে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি এশিয়ার একাধিক বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্রিক দেশের তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম বলেও ওই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

নয়ডার জেলাশাসকের দফতর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেলে, সতর্ক পুলিশ প্রশাসন

গ্রেটার নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ), ১৩ জুলাই (আইএএনএস): গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক (ডিএম) মেধা রূপমের দফতর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি-ইমেল ঘিরে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় নয়ডা প্রশাসনে। ডিএম দফতরে আসা ওই ই-মেলে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হুমকি পাওয়ার পরই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সমন্বিতভাবে ডিএম অফিস চত্বরে তল্লাশি অভিযান চালায়। স্থানীয় পুলিশ, বোম্ব স্কোয়াড, দমকল বাহিনী, অ্যান্টি-সাবোটাজ দল এবং ডগ স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ভবন ও আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখে।

প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, তল্লাশি অভিযানে কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ডিএম দফতরে হুমকি-ইমেল আসার খবর পেয়ে সূরজপুর থানার দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দফতরের ভিতরে ও আশপাশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা চালানো হয়। নিরাপত্তা কর্মীরা ভবনের প্রতিটি তলা, অফিস কক্ষ, পার্কিং এলাকা এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর স্থান পরীক্ষা করেন। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বোম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড গোটা চত্বর তল্লাশি চালায়। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দমকল বাহিনী এখনও ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং গোটা এলাকার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

অধিকারিকরা জানিয়েছেন, ডিএম অফিস চত্বর এবং আশপাশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, হুমকি-ইমেলের সত্যতা যাচাই করতে সাইবার টিমকে তদন্তে নামানো হয়েছে। প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা ই-মেলটি কোথা থেকে এবং কী মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রতিটি দিক তদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে গুজব বা যাচাই না করা তথ্যের প্রতি কান না দেওয়ার এবং সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে।

দিল্লিতে দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই(আইএএনএস) : পূর্ব দিল্লির কল্যাণপুরী এলাকায় দাম্পত্য কলহের জেরে এক দিল্লি পুলিশ কনস্টেবল তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর অভিযুক্ত কনস্টেবল পলাতক। তাঁকে ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে নিয়মিত অশান্তি চলছিল। রবিবার ফের এক দফা বচসার পর পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন স্বামী-স্ত্রী একটি স্কুটারে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। পথ চলাকালীনও তাঁদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। তদন্তে উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, রাস্তার ধারে স্কুটার থামিয়ে দু''জন নেমে যান। এরপর তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্ত কনস্টেবল তাঁর সার্ভিস পিস্তল বের করে স্ত্রীকে গুলি করেন।

পুলিশের দাবি, গুলির ঘটনার পরই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাঁকে গ্রেফতারের জন্য একাধিক পুলিশ দল তল্লাশি চালাচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের এলাকা এবং সম্ভাব্য পালানোর রাস্তাগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাঁর গতিবিধি ও ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানার চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় অভিযুক্ত কনস্টেবল পূর্ব জেলার অ্যান্টি-থেফট স্কোয়াডে কর্মরত ছিলেন। তদন্তের অংশ হিসেবে মৃতার পরিবারের সদস্য এবং দম্পতির পরিচিতদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী পরিস্থিতিতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা।

ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন জননিরাপত্তা আইন স্থগিতের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গে সদ্য কার্যকর হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৬'-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ভোর থেকে কার্যকর হওয়া এই আইনের উপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ জারির আবেদনও জানানো হয়েছে।

সিপিআই(এম) নেতা ও আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি গ্রহণ করেছে। চলতি সপ্তাহেই এটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও প্রথম শুনানির নির্দিষ্ট দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আবেদনকারীর মূল আপত্তি নতুন আইনের সেই ধারাকে ঘিরে, যেখানে জননিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে চিহ্নিত কোনও ব্যক্তিকে এক বছর পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক আটক (প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন)-এ রাখার ক্ষমতা পুলিশ প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিলটি পাস হওয়ার পর থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের একাংশ এই বিধানের বিরোধিতা করে আসছিল। পরে রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোসের সম্মতির পর বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং সোমবার থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

সোমবার দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়েছে, প্রতিরোধমূলক আটকের এই বিধান অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে এবং এর ফলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার এই বিধানের পক্ষে সওয়াল করেছে। সরকারের দাবি, প্রতিরোধমূলক আটকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে। ওই বোর্ডই আটকের যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখবে।

নতুন আইনে 'এক্সটার্নমেন্ট অর্ডার' বা কোনও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, কোনও জেলা শাসক বা পুলিশ সুপার কিংবা তার ঊর্ধতন পদমর্যাদার আধিকারিক যদি মনে করেন, কোনও ব্যক্তি বিশেষ এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে তাঁকে ওই এলাকা বা গোটা জেলা থেকে সর্বাধিক এক বছরের জন্য সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এই আইন মেনে চলা সাধারণ নাগরিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর দাবি, এই আইন শুধুমাত্র সমাজবিরোধী, দাগি অপরাধী, দুষ্কৃতী এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রমাণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে।

অনুদান তছরুপ বিতর্কের মাঝেই রামমন্দিরে সিইও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি ট্রাস্টের

অযোধ্যা, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : রামমন্দিরে অনুদান তছরুপের অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের আবহেই প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করল শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। সোমবার ট্রাস্টের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত সিইও মন্দিরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব দেবেন এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি করবেন।

ট্রাস্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আগামী ১৮ জুলাই বিকেল ৪টার মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। নিয়োগের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিটি যোগ্যতার মানদণ্ড ও অন্যান্য শর্ত চূড়ান্ত করার পরই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী, আবেদনকারীকে স্নাতক হতে হবে এবং প্রশাসন বা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অন্তত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া মন্দির পরিচালনা বা প্রশাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনকারীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়াও বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে ট্রাস্ট।

এই নিয়োগ প্রক্রিয়া এমন এক সময়ে শুরু হল, যখন রামমন্দিরে প্রাপ্ত অনুদান তছরুপের অভিযোগে স্বাধীন ও আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবিতে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টকে নোটিস জারি করেছে।

শীর্ষ আদালত একইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-কে তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে এবং তদন্তকারী দলের সদস্যদের পরিচয় প্রকাশ করারও নির্দেশ দিয়েছে।

ট্রাস্ট জানিয়েছে, নির্বাচিত সিইওকে প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। দায়িত্ব পালনের সময় তাঁকে অযোধ্যাতেই বসবাস করতে হবে, যাতে মন্দিরের প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত কাজের উপর নিয়মিত নজর রাখা যায়।

এছাড়া নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং নতুন সিইও নিয়োগে সহায়তার জন্য একজন সচিব নিয়োগের সিদ্ধান্তও নিয়েছে নির্বাচন কমিটি। রামমন্দিরে অনুদান তছরুপের অভিযোগ নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে এই পদক্ষেপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে রবিবার এক সাক্ষাৎকারে রামমন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানান, নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হিসেবে ট্রাস্টের কাছে জবাবদিহিমূলক একজন সিইও নিয়োগ করা হবে। তাঁর আশা, এই ব্যবস্থা ভক্তদের স্বার্থ রক্ষায় আরও কার্যকর হবে এবং বর্তমান বিতর্কের পরও মন্দির পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি ভক্তদের আস্থা অটুট থাকবে।

নৃপেন্দ্র মিশ্রের মতে, ভবিষ্যতে অনুদান সংক্রান্ত এমন বিতর্ক এড়াতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতেই এই নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সিইও ট্রাস্টের নির্দেশ ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী মন্দিরের সামগ্রিক প্রশাসনিক কাজ দেখভাল করবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সরকারের কোনও হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, সিইও বর্তমান ব্যবস্থার একটি অতিরিক্ত সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করবেন। বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকবে। ট্রাস্টই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

অযোধ্যা মন্দিরের অনুদান তছরুপ মামলায় এসআইটিকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রাপ্ত অনুদান তছরুপের অভিযোগে গঠিত উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-কে তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এসআইটির সদস্যদের নামও আদালতে জানাতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২০ জুলাই।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাও উপস্থিত ছিলেন। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, এসআইটির সদস্যরা কারা, তা আমরা জানতে চাই। একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিন। সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর প্রয়োজনে আমরা আরও নির্দেশ দিতে পারি।

একইসঙ্গে আদালত শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-কেও নোটিস জারি করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলার পরবর্তী শুনানির আগে ট্রাস্টের বক্তব্য জানা প্রয়োজন।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, এসআইটির তদন্ত ইতিমধ্যেই চলছে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল শরণ দেব সিং ঠাকুর।

উল্লেখ্য, অনুদান তছরুপের অভিযোগে এসআইটির তদন্তের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া এফআইআরের পর ইতিমধ্যেই আটজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ফলে মামলাটি নতুন তাৎপর্য পেয়েছে।

এই মামলায় দায়ের হওয়া একটি আবেদনে আবেদনকারী নরেন্দ্র কুমার গোস্বামী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-র মাধ্যমে তদন্ত এবং ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহালেখা পরীক্ষক (সিএজি)-কে দিয়ে ট্রাস্টের আর্থিক নিরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন। অন্য একটি আবেদনে আইনজীবী অজয় কুমার রাই ও দিনেশ কুমার যাদব অনুদানের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর নথিভুক্ত করে নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ চেয়েছেন।

এছাড়া আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং দায়ের করা পৃথক আবেদনে আদালতের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্তের পাশাপাশি ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক অডিটের দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনে ট্রাস্টের সমস্ত অনুদান, আর্থিক লেনদেন এবং সম্পদের স্বাধীন ফরেনসিক পরীক্ষা করার পাশাপাশি সমস্ত আর্থিক নথি, ডিজিটাল লেজার, ইউপিআই লেনদেনের তথ্য এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে, যাতে প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

এছাড়া তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদালতের অনুমতি ছাড়া ট্রাস্টকে বড় আর্থিক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, বড় চুক্তি প্রদান, বিনিয়োগ, তহবিল ব্যবহার, তৃতীয় পক্ষের অধিকার সৃষ্টি বা সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার আবেদনও করা হয়েছে।

আবেদনকারীরা আরও দাবি করেছেন, ট্রাস্ট গঠনের পর থেকে প্রাপ্ত সমস্ত নগদ অনুদান, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, ডিজিটাল পেমেন্ট, বিদেশি অনুদান এবং সোনা-রুপোসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর পূর্ণ হিসাব সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতার স্বার্থে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, অনুদানের রেকর্ড এবং তহবিল ব্যবহারের তথ্য ট্রাস্টের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়ারও আবেদন জানানো হয়েছে। তবে প্রয়োজনে দাতাদের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে আরও দুই হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় মানবাধিকার সংস্থার নিন্দা, স্বাধীন তদন্তের দাবি

প্যারিস, ১৩ জুলাই (আইএএনএস): বাংলাদেশে হেফাজতে আরও দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন জাস্টিস মেকার্স বাংলাদেশ ইন ফ্রান্স (জেএমবিএফ)। সংগঠনটি এই ঘটনাগুলির নিন্দা জানিয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে।

জেএমবিএফ-এর অভিযোগ, আওয়ামী লীগের এক কর্মী এবং এক অভিযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের ইঙ্গিত দেয়। সংগঠনটি বলেছে, এই ঘটনাগুলি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, স্বাস্থ্য অধিকার এবং হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। মানবাধিকার সংগঠনটির দাবি, আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন যুবলীগের নেতা ৪০ বছর বয়সি মণিরুজ্জামান মণির মাতুব্বর গত ৮ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হেফাজতে থাকাকালীন মারা যান। জেএমবিএফ জানিয়েছে, তাঁর পরিবারের সদস্য ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। কিন্তু হেফাজতে থাকার সময় তিনি যথাযথ ও সময়মতো চিকিৎসা পাননি, যার ফলে চিকিৎসায় অবহেলার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অন্য একটি ঘটনায়, কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী থানার পুলিশ হেফাজতে ২২ বছর বয়সি রুবেল মিয়ার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হেফাজতে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতেই মৃত্যুকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

জেএমবিএফ বাংলাদেশের সরকারের কাছে দ্রুত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও কার্যকর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, তদন্তটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে স্বাধীন ফরেনসিক ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

জেএমবিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহানুর ইসলাম বলেন, "রাষ্ট্রের হেফাজতে কোনও মৃত্যুর ঘটনাই সর্বোচ্চ মাত্রার বিচারিক নজরদারি দাবি করে, কারণ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জীবন ও সুরক্ষার ওপর রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে।" তিনি আরও বলেন, "যদি নির্যাতন বা পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবে হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগগুলি তদন্ত ছাড়াই থেকে যায় এবং দায়ীদের শাস্তি না হয়, তবে তা আইনের শাসনকে দুর্বল করে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমায় এবং দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি করে।" জেএমবিএফ-এর অভিযোগ, মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যে ধরনের অভিযোগ উঠেছিল, নতুন করে গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেও তার ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের জেল হেফাজতে চিকিৎসার অভাব এবং পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগে মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। মানবাধিকার সংস্থাটি জানিয়েছে, প্রতিটি হেফাজতে মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কার্যকর প্রতিকার দেওয়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দায়বদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 14-07-2026, 01:01

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীপ্তিময় ত্বকের জন্য ৭টি প্রাকৃতিক রূপচর্চার টিপস

১. ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করুন:- একটি ভালো ক্লেনজার ব্যবহার করলে মুখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনি আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্লেনজার বেছে নিতে পারেন। এমন একটি ক্লেনজার ব্যবহার করুন যা কোমল ও ত্বকের জন্য উপযুক্ত। ক্লেনজিংয়ের পরে টোনার ব্যবহার করুন যেন কোনো ধুলোবালি বা তেল ত্বকে না থাকে। প্রতিদিন ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করা দীপ্তিময় ত্বক পাওয়ার একটি মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক লেবুর রস, শসা বা এলোভেরা ব্যবহার করুন। ২. রাতে মুখ ধুয়ে নিন:- সারাদিনের মেকআপ, ধুলোবালি ও তেল মুখে জমে যায়। সেই ক্ষুদ্র কণাগুলো দূর করতে, রাতে ঘুমানোর আগে জল দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করা অভ্যাসে পরিণত করুন। ৩. মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন: মেকআপসহ ঘুমাতে যাবেন না, এতে আপনার ত্বকের রন্ধ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ব্রণ দেখা দিতে পারে। সেই বিরক্তিকর ব্রণ এড়াতে, মুখ ধোয়ার আগে অবশ্যই মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন।

৪. ফলের রস পান করুন: সুস্থ ত্বক বজায় রাখতে ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রচুর তরল পদার্থ, বিশেষ করে ফলের রস ও জল পান করুন। ফলে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খেতে হবে। ৫. স্টিম বাথ নিন: স্টিম ত্বকের বন্ধ ছিদ্রগুলো খুলে দেয়। এটি অতিরিক্ত তেল, ধুলো ও ময়লা দূর করে। স্টিম নেওয়ার পর তুলায় গোলাপজল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। গোলাপজল ত্বকে সতেজতা ও ঠাণ্ডা অনুভূতি দেয়। স্টিম নেওয়ার সময় কিছু প্রাকৃতিক তেলও ব্যবহার করতে যেতে পারে। ৬. ফেস প্যাক ব্যবহার করুন: আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী সন্ধ্যায় বা রাতে বিভিন্ন ফেস প্যাক ব্যবহার করুন যাতে ত্বক মসৃণ হয় ও প্রাকৃতিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়। ৩০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। চন্দন, উবটান, ফল, নিম ইত্যাদি ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

৭. পর্যাপ্ত পানি পান করুন: ত্বককে ঠিকভাবে হাইড্রেট রাখতে প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এতে ত্বকের টিস্যুগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। উপরের টিপসগুলো অন্তত এক সপ্তাহ প্রতিদিন মেনে চলুন। আপনি অবশ্যই ত্বকের গঠন ও দীপ্তিতে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

কেশচর্চায় কিশমিশের চমকপ্রদ উপকার

জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে করবেন চুলের যত্ন। রান্নায় বা ড্রাই ফ্রুটস হিসেবেই নয় রূপচর্চাতেও কিশমইশ বিশেষ উপযোগী। এমনিতেই এই বর্ষায় চুলের সমস্যায় জেরবার সিংহভাগ মানুষ। জেনে নিন কীভাবে কিশমিশ ভেজানো জল দিয়ে করবেন চুলের যত্ন, রইল টিপস। কিশমিশ ভেজানো জলে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, যা শরীরে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে। স্ক্যাল্পে রক্তসঞ্চালন বাড়ায়। তাই কিশমিশ ভেজানো জল ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা নতুন চুল গজাতে ও চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। চুলের অকালপক্কতা রোধে, চুলের গোড়া মজবুত করতে কিশমিশ ভেজানো জল অপরিহার্য। এতে থাকা ভিটামিন সি চুলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। চুলকে হাইড্রেটেড রাখতেও কিশমিশ ভেজানো জলের জুড়ি মেলা ভার। চুলে জট পড়ার সমস্যা, খুশকির সমস্যার সমাধান করে এই জল। আগের দিন রাতে একটি পাত্রে বেশ কিছুটা জল নিয়ে তাতে কয়েকটি কিশমিশ ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন শ্যাম্পুর পর এই জল অল্প অল্প করে চুলে দিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। ১০-১৫ মিনিট পর মাথায় রেখে ধুয়ে ফেলুন। শুধু তাই নয় এই জল টক দই, নারকেল তেল ও মেথির পেস্ট একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর ৩০মিনিট এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি হেয়ারমাস্ক চুলে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

এই সবজিতেই পাবেন রোজকার প্রয়োজনের চার গুণ ভিটামিন

আজকাল অল্প বয়স থেকেই হানা দেয় একাধিক ক্রনিক রোগ। যা প্রতিরোধ করতে সঠিক খাদ্যাভাসের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের হাতের কাছে এমন কিছু খাবার রয়েছে যা শরীরকে সুস্থ করে তুলতে পারে। তেমনই একটি সবজি হল মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু। এই আলুতে এমন কিছু গুণ রয়েছে যা শরীরের বিভিন্ন সমস্যা কমাতে সাহায্য পারে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আলু খেতে না পারলে বিকল্প হিসেবে খেতে পারেন রাঙা আলু। শুধু স্বাদই নয়, এই সবজির উপকারিতায় থাকবেন নীরোগ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যতটা ভিটামিন এ প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেকটাই বেশি মিষ্টি আলু থেকে পাওয়া যায়। একটি মাঝারি আকারের মিষ্টি আলু থেকে নিঃসন্দেহেই প্রয়োজনের বেশি ভিটামিন এ পেয়ে যাবেন। ভিটামিন বি৬—ও পাবেন বেশ খানিকটা। তবে এতে ভিটামিন সি থাকলেও সেদ্ধ করার সময় উত্তাপে সেই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

রোজ একটি মিষ্টি আলু খেলে যে পরিমাণ ভিটামিন এ পাবেন, তা স্বাভাবিকভাবে ত্বক ও চোখ ভালো রাখার জন্য যথেষ্ট। ভিটামিন এ অ্যান্টি—অক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। তাই মিষ্টি আলু খেলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। ত্বকের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ভিটামিন এ। মিষ্টি আলুতে থাকা ভিটামিন বি৬ স্নায়ু সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

মিষ্টি আলু খেলে ব্লাড সুগার দ্রুত বাড়ে না। এই আলুতে রয়েছে অনেকটা ফাইবার। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণ ধরে রাখতে রাঙা আলু উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত রাঙা আলু খেলে শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, ভাল থাকে হার্ট।

ফাইবার সমৃদ্ধ রাঙা আলু ধীরে ধীরে পাচিত হয়। ফলে পেট ভরে তাড়াতাড়ি। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁদের ভুল খাদ্যাভাসের প্রবণতা কমাতে পারে রাঙা আলু। ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানেও কার্যকরী রাঙা আলু। এই আলুতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন যা পরবর্তীকালে ভিটামিন এ- তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এই সবজি চোখ ও ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

রাঙা আলুতে অনেকটা পরিমাণে রয়েছে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। ফলে হাড়ের জন্য ভাল এই খাবার। এছাড়াও পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু সার্বিক সুস্থতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

ডায়েট চার্টে ঘি-কফি, আদৌ নিরাপদ তো?

ব্যস্ততার জীবনে আমরা সুস্থ থাকতে কত কীই-না করি! ডেইলি এক্সারসাইজ থেকে ডায়েট কন্টোল। এমনকী খাদ্যাভাসের উপরেও কড়া নজর থাকে আমাদের। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন ডায়েট ট্রেন্ডের অংশ হিসেবে বুলেটপ্রুফ কফি বা ঘি-কফির জনপ্রিয়তা বেশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে যারা কেটোজেনিক (কম কার্বোহাইড্রেট, বেশি ফ্যাট) ডায়েট অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে ঘি-কফি পানীয় হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এই পানীয় একদিকে যেমন ওজন কমাতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনই মানসিক অস্থিরতা কমাতেও এর জুরি মেলা ভার।

কী এই ঘি-কফি?

বুলেটপ্রুফ বা ঘি-কফি সাধারণত ব্ল্যাক কফি, আনসল্টেড গ্রাস-ফেড বাটার এবং মিডিয়াম-চেইন ট্রাইগ্লিসারাইড (MCT) তেল মিশিয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সময় মাখনের বদলে ঘি-ও ব্যবহার করা হয়, সেজন্য এটি ঘি-কফি নামেও পরিচিত। চর্বি ও ক্যালোরিতে ভরপুর হওয়ায় ডায়েট অনুসরণকারীরা অনেকেই এই পানীয় ব্যবহার করেন।

কিন্তু এই ঘি-কফি দীর্ঘ সময় ধরে পান করা শরীরের পক্ষে কতটা নিরাপদ? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ঘি-কফির ব্যবহারের একাধিক ইতিবাচক দিক রয়েছে। বিশেষ করে হজম শক্তি বৃদ্ধি, ওজন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে আশু উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকটিও অবহেলা করার মতো নয়।

৩ মাস একনাগাড়ে ঘি কফি ব্যবহারে স্বাস্থ্যের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ঘি-তে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। শরীর এই অতিরিক্ত ক্যালোরিকে চর্বিতে পরিণত করে। এর ফলে স্থূলতা, হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের মতো ভয়াবহ রোগগুলির ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ঘি-কফির উপকারিতা . শরীরের এনার্জি বৃদ্ধি। ক্যাফেইন তাৎক্ষণিকভাবে এনার্জি বৃদ্ধি করে। ঘি শরীরের পেশি ও হাড়ের দৃঢ়তা বাড়ায়। অগ্নিকে উদ্দীপিত করায় ঘি হজমে সাহায্য করে। ক্যাফেইন ও ঘি একসঙ্গে কাজ করায় শারীরিক বিপাকীয় হার বেড়ে যায়। মানসিক অস্তিরতা দূর করতে সাহায্য করে। কারা এই পানীয় এড়িয়ে চলবেন? উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত ব্যক্তিরা। হজমের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা। যাদের ওজন অত্যাধিক কম বা বেশি। যারা নানারকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। মনে রাখবেন আপনার শরীর কোন খাবার কতটা গ্রহণে সক্ষম তা আপনার স্বাস্থ্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই, যেকোনও খাবার খাদ্যতালিকায় যোগ করার আগে ডায়েটিশানের পরামর্শ নিন। কতদিন তা পাতে রাখবেন বা রাখবেন না, তা জেনে নিয়ে তারপর তালিকায় যোগ করুন।

মৌরি-মিছরি কখন-কীভাবে খেলে সারবে রোগভোগ

বিয়েবাড়ি হোক বা রেস্তোরাঁ, খাওয়ার পর বিলের সঙ্গে আসে মৌরি মিছরি অথবা মৌরি মশালার ট্রে। কব্জি ডুবিয়ে চব্য-চোষ্য খাওয়ার পর এই জিনিসটা না হলে যেন তৃপ্তি হয় না। অনেকে আবার বাড়িতে লাঞ্চ-ডিনারের পরও মৌরির কৌটো হাতড়ান। কিন্তু মৌরি মিছরি খেলে কি আদৌ কোনও লাভ হয়? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

আয়ুর্বেদ বলছে, মৌরি মিছরির মিশ্রণ স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। ভরপেট খাওয়ার পর হজমে সাহায্য করে মৌরি মিছরি। এই দুই উপাদানই হজমশক্তি বাড়ায়। শরীরকে ঠান্ডা রাখে। পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপার থেকে মুক্তি দেয়। ফাইবার, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, সোডিয়াম, ক্যালশিয়ামের উৎস এই মশলা। মৌরিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বৈশিষ্ট্য, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মৌরি খেলে গ্যাস এবং হজমের সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। মিছরিতে উপস্থিত জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ পদার্থ যা শরীরের জন্য অপরিহার্য। শারীরিক দুর্বলতা দূর করতেও এই মুখশুদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। এটি রক্ত সঞ্চালনও উন্নত করে, বাড়ে ইমিউনিটি। পিরিয়ডের সময়ে মৌরি মিছরির জল ক্র্যাম্প কমাতে সাহায্য করে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এক চামচ মিছরি এবং আধা চামচ মৌরি খেলে ঝরবে বাড়তি মেদ। এক কাপ গরম জলে মৌরি মিছরি মিশিয়ে পান করলে উপকার পাবেন। রাতে জলে মৌরি আর মিছরি

সামান্য মশলা যোগ করে সাধারণ খাবারকেও অসাধারণ করে তোলা যায়

খুব সামান্য মশলা যোগ করে সাধারণ খাবারকেও অসাধারণ করে তোলা যায়। ভারতীয় রান্নায় এমন কিছু মশলা ব্যবহার করা হয়, যা শুধু স্বাদ নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও জরুরি। যার মধ্যে অন্যতম গোলমরিচ। বেশিরভাগ মানুষই খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য গোলমরিচ ব্যবহার করে থাকেন। চিনা খাবার হোক বা মাংসের স্যুপ, গোলমরিচের গুঁড়ো না দিয়ে খাওয়াই যায় না। কিন্তু জানেন কি গোলমরিচ শুধু স্বাদবর্ধকই নয়, খাবারের পুষ্টিও বাড়ায়। স্বাস্থ্যের জন্য গোলমরিচ খুবই উপকারী। গোলমরিচে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন ও খনিজ। শরীরের জন্য ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, সোডিয়ামে ভরপুর এই মশলার জুড়ি মেলা ভার। এছাড়াও গোলমরিচে উপস্থিত পিপারিন মেটাবলিসম এবং সেরোটোনিনের উৎপাদনও বাড়ায়। নিয়মিত খালি পেটে ৩-৪টে গোলমরিচ চিবিয়ে খেলে বহু শারীরিক সমস্যা সমাধান হয়। ১. গোলমরিচ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এটির অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান রক্তে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত খালি পেটে গোলমরিচ খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস।

২. অতিরিক্ত ওজন কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেললে একসঙ্গে খান কাঁচা হলুদ ও গোলমরিচ। যা শরীরের অতিরিক্ত চর্বি গলাতে সাহায্য করে। রোজ সকালে খালি পেটে গরম জলে হলুদ, গোলমরিচ এবং আদা খেলে বাড়ে মেটাবলিসম।

৩. হলুদ ও গোলমরিচ একসঙ্গে ক্যানসারের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন ক্যানসারের কোষ নষ্ট করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে হলুদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৪. কিছু খেলেই বদহজম হয়? ওষুধ লাগবে না। সকালবেলা এক চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে জল খেলেই কাজ হবে। গোলমরিচ হজমে সহায়ক উৎসেচকগুলি নিঃসৃত করতে সাহায্য করে। ৫. কাশি এবং সর্দি নিরাময়ে গোলমরিচ খুব কার্যকরী। রক্তে বিটা ক্যারোটিনের মাত্রা বাড়াতেও ভূমিকা রয়েছে গোলমরিচের। যাদের প্রায়ই ঠান্ডা লাগে বা হাঁচির সমস্যা রয়েছে, তাঁরা কয়েকটা গোলমরিচ রোজ চিবিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

গরমকালে ঠান্ডা কোমল পানীয় নিত্যসঙ্গী

তৃষ্ণা মেটাতে বা খাবারের সঙ্গে অনেকেই কোল্ড ড্রিংক্স পান করে থাকেন। বিশেষ করে গরমকালে ঠান্ডা কোমল পানীয় যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অভ্যাস দীর্ঘদিন ধরে চললে শরীরে ধীরে ধীরে নানা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করে। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিন কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়া একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। ১. ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা কোল্ড ড্রিংক্সে চিনি থাকে প্রচুর পরিমাণে। একটি ছোট বোতলেই প্রায় ৫—৭ চামচ চিনি থাকে, যা অতিরিক্ত ক্যালোরি জোগায়। এই ক্যালোরি শরীরে জমে গিয়ে ওজন বাড়ায় ও স্থূলতার কারণ হয়।

২. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রতিদিন চিনি সমৃদ্ধ পানীয় খেলে শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এর ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৩. হাড় ক্ষয় ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি কোল্ড ড্রিংক্সে থাকা ফসফরিক অ্যাসিড শরীর থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ কমিয়ে দেয়। এর ফলে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে, অস্টিওপরোসিস ও হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে।

৪. দাঁতের ক্ষতি ও ক্যাভিটি এই পানীয়তে থাকা অ্যাসিড ও চিনি দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে এবং ক্যাভিটির সৃষ্টি করে। শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি ক্ষতিকর।

৫. লিভারের ক্ষতি বেশি ফ্রুক্টোজ গ্রহণ লিভারে চর্বি জমার কারণ হতে পারে, যা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ-এর ঝুঁকি বাড়ায়। রোজ কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়ার ফলে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে।

৬. ডিহাইড্রেশন ও জলশূন্যতা অনেকে ভুল করেন কোল্ড ড্রিংক্সকে জল ভেবে। এতে শরীরে পানি না গিয়ে বরং ডিহাইড্রেশন হতে পারে। কারণ এতে ক্যাফেইন বা সোডা উপাদান থাকে, যা ডিউরেটিক হিসেবে কাজ করে।

৭. কিডনির ক্ষতি নিয়মিত সোডা পান করলে কিডনিতে স্টোন বা অন্যান্য সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে, কারণ এতে ফসফরাস ও উচ্চ সোডিয়াম থাকে।

রোজ কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়ার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ঠান্ডা লাগলেও, দীর্ঘমেয়াদে শরীরে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও ডায়াবেটিস রোগীদের একেবারেই এড়িয়ে চলা উচিত। বিকল্প হিসেবে লেবুর জল, ডাবের জল, ফলের রস বা হালকা হার্বাল পানীয় গ্রহণ করাই অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

চোখ বাঁচাতে মেনে চলুন কিছু ফর্মূলা

দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়িয়েছে অভ্যেস। দিনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে মোবাইলে। এমনকি খাবার সময় কিংবা ওয়াশরুমেও মোবাইল ঘাঁটতে থাকেন অনেকেই। মোবাইলের স্ক্রিনে যত বেশি সময়, তার চেয়ে বেশি গতিতে চোখের আয়ু কমতে পারে। অনেকেই হয়তো সেই উপসর্গগুলোকে গুরুত্বই দেন না। কী কী সমস্যা হতে পারে?

টানা বেশি সময় মোবাইল ঘাঁটার ফলে ডিজিটাল আই স্ট্রেন যেমন চোখ জ্বালা, ভারী হয়ে যাওয়া এবং ক্লান্তি হয়। অনেক সময় ঝাঁপসাও হয়ে আসে সবকিছু। ড্রাই আই সিনড্রোম অর্থাৎ চোখ শুকিয়ে যায়, এই সমস্যাকে গুরুত্ব না দিলে বড় রকমের সমস্যা হতে পারে।

ব্লু লাইট ড্যামেজ বা সহজে বললে,

মোবাইল থেকে যে নীল রশ্মি বেরোয় তা চোখের রেটিনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও মায়োপিয়া বা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ফোটোফোবিয়া বা হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় সমস্যা বাড়তে থাকে।

চোখ ভালো রাখতে ২০-২০-২০ ফর্মুলা ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতি ২০ মিনিট পর ২০ ফুট দূরের কোনও বস্তুর দিকে ২০ সেকেন্ড ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন। স্ক্রিন টাইম বা টানা মোবাইল ঘাঁটার অভ্যেস যত কমানো যায়, ততই ভালো। বারবার চোখের পলক ফেলুন, এতে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা কমবে।

প্লেট থেকে ক্রমশ উধাও স্বাস্থ্যকর খাবার

একটা দীর্ঘ সময় ধরে বলা হত, ভারতীয়রা খাদরসিক। তবে সেটা স্বাস্থ্যকর খাবারের দিক থেকেই। ভাত, ডাল, রুটি, সব্জি, দই, মিষ্টি। কিন্তু সরকারের দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য এবং পরিস্থিতি ক্রমশ যেন উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের প্লেট থেকে উধাও স্বাস্থ্যকর খাবারের উপাদান। চমকে দেওয়ার মতোই তথ্য এই পরিসংখ্যানে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়রা যে খাবার খাচ্ছেন তাতে ফ্যাটযুক্ত খাবারের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। কিন্তু যথেষ্ঠ পরিমাণে ফাইবার থাকছে না।

হাউসহোল্ড কনসাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২০২৪) রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জনপ্রতি ৬৭.৩ গ্রাম ফ্যাট প্রতিদিন খাওয়া হচ্ছে। ২০১২ সালের তুলনায় যা অনেক অনেক বেশি। তেমনই শাকসব্জি, ডাল এবং যে সমস্ত খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে, তা খাওয়ার প্রবণতাও কমেছে। পুষ্টির অভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমনটাই বলছে তথ্য।

এর সমাধান কী হতে পারে? বিষয়টি খুব সাধারণ মনে হলেও আদতে এতে সমস্যা বাড়ছে। খাবারে ভারসাম্য না আনলে যে এই সমস্যা বা বলা ভালো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়বে, বলাই যায়। এর সহজ সমাধান হতে পারে, বাড়িতে তৈরি পুষ্টিকর খাবারের দিকে ঝোঁকা। শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন জীবন যাপনেও পরিবর্তন আনা জরুরি। এক্সারসাইজ করা, কিছু না হলেও অন্তত হাঁটা এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, জল পান করা ভীষণ জরুরি।

12-07-26.pmd 2 13-07-2026, 23:55

মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসা

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে এমসের পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং পরবর্তী চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাথমিক পরামর্শ দেয়।

ধ্রুব চৌধুরী জানান, চিকিৎসকদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই মনশ্রীর পরবর্তী চিকিৎসার রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরও জানান, এমসের চিকিৎসক দল শিশুটির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকেও অবহিত করেছেন।

পরিবারের যাতায়াত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো অসুবিধা যাতে না হয়, সেজন্য নয়াদিল্লিতে সাংসদের ব্যক্তিগত সচিব ত্রিপুরা ভবন থেকে এমস পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। এছাড়া সাংসদের হস্তক্ষেপে এমসে নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখও এগিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানান ধ্রুব চৌধুরী।

আগামী শুক্রবার চিকিৎসকদের সঙ্গে পরিবারের পুনরায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এমসের চূড়ান্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার পরবর্তী পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে।

অন্যদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং সহানুভূতিশীল নির্দেশনা অনুসরণ করে, নতুন দিল্লির ত্রিপুরা ভবন একটি বিরল জেনেটিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ২২ মাস বয়সী শিশুর উন্নত চিকিৎসার সুবিধার্থে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

রোগী মনশ্রী চৌধুরী, বাবা ধ্রুব চৌধুরী, স্পাইন্যাল মাকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ-১ নির্ণয় করা হয়েছে, যা একটি গুরুতর এবং প্রাণঘাতী নিউরোমাসকুলার অবস্থা যার জন্য অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও যত্ন প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নির্দেশনা পাওয়ার পর, নতুন দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকরা অবিলম্বে পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ত্রিপুরা ভবন টিম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নয়াদিল্লির সাথে সমন্বয় করার সম্পূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে শিশুটি উচ্চ-স্তরের চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রোটোকলগুলি নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর অফিস জানিয়েছে, আমাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে ত্রিপুরার কোনও নাগরিক গুরুতর স্বাস্থ্য সঙ্কটের মুখোমুখি হলে যাতে অসহায় বোধ না করেন সেটা নিশ্চিত করা। "আমাদের অগ্রাধিকার হলো, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গুরুতর সংকটের সময় ত্রিপুরার কোনো নাগরিক যেন নিজেকে অসহায় মনে না করেন। রাজ্য সরকার ছোট্ট মানশ্রীর পরিবারের পাশে সম্পূর্ণভাবে রয়েছে এবং এআইআইএমএস-এ তার চিকিৎসাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ত্রিপুরা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং এআইআইএমএস-এর চিকিৎসক দল ও শিশুটির পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে জাতীয় রাজধানীতে তাদের অবস্থানকালীন সর্বাত্মক সহায়তা নিশ্চিত করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবার জন্য এখানে আসেন। রোগীদের ভিড় বরাবরই এখানে থাকে। আজ এখানে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখি। কোথাও কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেবিষয়ে খোঁজ নিই। আমি পরিকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসকদের উপলব্ধতা, সহযোগী স্টাফ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য নিয়েছি। যেখানেই পুনরুদ্ধার বা মেরামতের প্রয়োজন ছিল আমি সচিবকে নির্দেশ দিয়েছি এবং তাকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বলেছি। সেই সঙ্গে রোগীদের সমস্যা সমাধান করতে বলা হয়েছে। এসব বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেসব খতিয়ে দেখতে আমি আবারও আসবো।

ডাঃ সাহা বলেন, তিনি আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালে কাজ করা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বৈঠক করবেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। আমরা সিভিল হাসপাতাল উদ্বোধন করেছি এবং আমরা এখানে জিবিতেও এটা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছি। আমরা এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। জিবির পরিকাঠামো শক্তিশালী রয়েছে এবং আমরা চাইলে এটা করতে পারি। সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করা হবে এবং আমি আবার আসব। আমরা মেডিসিন ওয়ার্ডও সংস্কার করছি।

জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন কালে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিক ও সিনিয়র চিকিৎসকগণ।

বৃষ্টির সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিস এলাকায় সর্বাধিক ১৩৮ মিলিমিটার, সিপাহিজলার বিশ্রামগঞ্জে ১১৬ মিলিমিটার, দক্ষিণ জেলার কেভিকে দক্ষিণে ৮৫ মিলিমিটার এবং গোমতী জেলার অমরপুরে ৬১.৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৪ জুলাই সকাল ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পশ্চিম ও সিপাহিজলা জেলায় এক বা দুই জায়গায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার (ভারী থেকে অতি ভারী) বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

১৪ থেকে ১৫ জুলাই খোয়াই, পশ্চিম, সিপাহিজলা, গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় এক বা দুই স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫ থেকে ১৬ জুলাই পশ্চিম, সিপাহিজলা, গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। ১৬ থেকে ১৭ জুলাই একই জেলাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। একই সঙ্গে সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরায় কমলা সতর্কতা জারি থাকবে। এখন বাকি জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা, নিচু এলাকায় প্লাবন এবং পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়ার, নদী-নালা ও জলাশয়ের আশপাশে সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থাগুলিকে সর্বদা প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ছিনতাইয়ের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

অটোর ভাড়া এবং মালপত্র পরিবহনের খরচ নিয়ে চালক ও স্ট্যান্ডের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় বচসার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, এক পর্যায়ে কয়েকজন মিলে তাঁর ওপর হামলা চালায়।

শোভম দেবের অভিযোগ, তাঁকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনার পর তিনি প্রতিবাদ জানালে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এর জেরে নয়াপাড়া মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত অটোচালক বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, আহত ১৮ অমরনাথ যাত্রী

জম্মু, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সোমবার অমরনাথ যাত্রীদের বহরকে ঘিরে একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে অন্তত ১৮ জন তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। জানা গিয়েছে, রামবানের চন্দরকোটের লঙ্গর পয়েন্টে পাহেলগামমুখী যাত্রীবহরের মধ্যে দুটি এসআরটিসি বাস, একটি ব্যক্তিগত গাড়ি এবং একটি বেসরকারি বাসের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে।প্রশাসনের দাবি, জেকে০১ওয়াই-১০৪৪ নম্বরের একটি এসআরটিসি বাস প্রথমে জেকে০১ইয়াই-১০৫২ নম্বরের অপর একটি এসআরটিসি বাসকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে দ্বিতীয় বাসটি জেকে২১কে-৮১১৫ নম্বরের একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এরপর ওই গাড়িটি জেকে০২সিএল-৫৪৯৯ নম্বরের একটি বেসরকারি বাসে গিয়ে ধাক্কা মারে। আহত ১৮ জন যাত্রীকে দ্রুত রামবান জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সকলেরই সামান্য আঘাত লেগেছে এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।আহতদের মধ্যে ১০ জনের পরিচয় জানা গেছে। তাঁরা হলেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরের হর্ষ রাজপুত (২৩), বিশাল গুপ্ত (১৮) ও পঙ্কজ সুবঙ্কর (২৩), মহারাষ্ট্রের ইয়াভতমালের সুহাস জীবন মোয়াডে (২৯), রাজস্থানের গঙ্গানগরের ভারত ভূষণ (৪৫), রাজস্থানের বিকানেরের সন্তাসরের বাসিন্দা বিনোদ কুমার (৫১), রাজস্থানের কিরণ (৪৮), পঞ্জাবের সীমা রানি (৫০), রাজস্থানের পবন কুমার (৬৭) এবং গঙ্গা সিনহা (৪১)। বাকি আটজন আহতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

বছর বাঁচাও পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

ফলাফল প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, এ বছর 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষায় মাধ্যমিক স্তরে ৭৫৬ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১,৫৭০ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেছেন।

পরীক্ষার্থীদের নতুন তারিখ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে কলেজ টিলা ফাঁড়ার পুলিশ এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরে যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

কী কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি ফরেনসিক তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ধারণা।

দুর্যোগ মোকাবেলায়

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) বিভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। কোথাও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর, ত্রাণ শিবিরে থাকার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই এবার আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, যাতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়। মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা বলেন, "বৃষ্টি, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তবে আগাম প্রস্তুতি এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।" সরকার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন করবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

Notice Inviting e-Tender

The Managing Director TTDCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites rate e- Tender, from eligible Bidders For Supply, Installation, Commissioning of 4 nos. Jetski (Personal Watercraft-PWC) for use in water sports along with Annual Maintenance Contract of 5 Years, at Damboor Lake, Gondatwissa Sub Division, Tripura. Vide tender ID No. 2026 TTDC_74569_1, Dated 09-07- 2026. For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail. Estimated Cost Put to Tender is 91,00,000/- The last date for submission of Bid is 23-07-2026.

Sd/-
Managing Director, TTDCL

This is kind information and necessary action please.

Yours faithfully
(Er. Uttam Pal)
Executive Engineer, TTDCL.

ICA/C-1167/26

Notice inviting e- tender

PNIe-T-12/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27/ dt. 11/07/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 24/07/2026 for Construction of 100 seated ST Boys Hostel attached to SD Memorial HS School under Jampuijala RD Block, Sepahijala District under Dharti Aaba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan(DA JGUA) RD Bishramganj Division during the F.Y. 2026-27 (PWD SOR 2023).

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference Date: 17.07.2026 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-1180/26

CORRIGENDUM

Please read "Dustbin" instead of "Bucket" which was wrongly printed in the SNIT vide No.F. 1(5)/CEO/AMC/ABS/2016/1/1468724/20226, dated 6th July, 2026 issued from this end.

The date of last submission of tender is extended upto 16th July, 2026.

Chief Executive Officer
Ambassa Municipal Council

ICA/C-1182/26

কন্যাদের চাকরি বিতর্কে কর্ণাটক পিএসসি-র চেয়ারম্যান সাহুকারকে সাসপেন্ড করলেন রাজ্যপাল

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুলাই (আইএএনএস): কন্যাদের চাকরি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে কর্ণাটক পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কেপিএসসি)-এর চেয়ারম্যান শিবশঙ্করাপ্পা এস. সাহুকারকে সোমবার সাসপেন্ড করলেন রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। রাষ্ট্রপতির পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই সাসপেনশন বহাল থাকবে।

রাজ্যপালের বিশেষ সচিব আর. প্রভুশঙ্কর জারি করা সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কেপিএসসি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের জন্য সংবিধানের ৩১৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। অভিযোগে বলা হয়েছে, সাহুকার বেআইনি উপায়ে তাঁর দুই মেয়েকে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সটেনশন অফিসার) পদে নিয়োগ পেতে সাহায্য করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, চেয়ারম্যানের এক মেয়ে পরিবারের বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকা দেখিয়ে আয় ও জাতিগত শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) সংরক্ষণের সুবিধা নিতে এবং ক্রিমি লেয়ারের আওতার বাইরে থাকতে প্রকৃত তথ্য গোপন করে কম আয়ের তথ্য জমা দিয়েছিলেন, যদিও পরিবারের প্রকৃত আয় নির্ধারিত সীমার বেশি ছিল বলে অভিযোগ।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ওই প্রার্থী জানতেন যে তাঁর বাবা তখন কর্ণাটক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন।

অভিযোগকারীদের দাবি, ২০০২ সালের ৩ মার্চের সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সন্তানরা কর্ণাটকে অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন। তা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান ও তাঁর মেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, চেয়ারম্যানের জমা দেওয়া আয় ও সম্পত্তির হিসাব এবং অন্যান্য নথিপত্র প্রাথমিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়মের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে সুপ্রিম কোর্টে তদন্তের জন্য বিষয়টি পাঠানোর সুপারিশ করেছেন। পাশাপাশি, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত তদন্ত নিশ্চিত করা এবং কেপিএসসির মর্যাদা বজায় রাখার লক্ষ্যে সাহুকারকে রাষ্ট্রপতির পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কর্ণাটক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

কৃষি জমি প্লাবিত

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ২১ থেকে ২২টি পুকুর প্লাবিত হওয়ায় মাছ ভেসে যায় এবং বহু কৃষকের সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। গবাদি পশুসহ অন্যান্য সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বাদল দাস, অনিল লস্কর, যাদব দাস, শ্রীদাম দাস, জীবন লস্কর ও উজ্জ্বলা শীলের পরিবার উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পরিদর্শনকালে বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করে জানান, মহকুমা শাসক (এসডিএম) ও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে জরুরি ত্রাণ, খাদ্যসামগ্রী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করেন।

এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, ভেলুয়ারচর এলাকার দুই ব্যক্তিশ্রীদাম চন্দ্র দাস ও রবীন্দ্র চন্দ্র দাসনিজেদের জমিতে পুকুর খননের সময় বাঁধ নির্মাণ করায় প্রাকৃতিক জলনিকাশ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে ভারী বর্ষণের জল দ্রুত নিষ্কাশন না হওয়ায় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়ে বাড়িঘর ও কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, বক্সনগর সীমান্তের ১৭৯ ও ১৮০ নম্বর গেটের মধ্যবর্তী হরিগঙ্গা নদীর ওপর বিএসএফের অধীনস্থ একটি সুইজগেট আবর্জনায় আটকে থাকায় জল নিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দেয়। খবর পেয়ে বিধায়ক ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিক লাগিয়ে সুইজগেট পরিষ্কার করান। এরপর জমে থাকা জল ধীরে ধীরে নেমে যেতে শুরু করে।

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সরকারি সমীক্ষা করে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন করা হোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

নিষেধাজ্ঞা

● প্রথম পাতার পর

ভেঙে পড়ার আশঙ্কা, জল জমে যাওয়া এবং অন্যান্য বর্ষাজনিত বিপদের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে ওই দুই রাস্তায় চলাচল বর্তমানে অনিরাপদ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল বাসিন্দা, যাত্রী ও যানবাহন চালকদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

O-R-D-E-R

WHEREAS, a criminal offence against Sri Manik Lal Mallik, Forester is under investigation and he was placed under deemed suspension under sub-rule (2) of Rule 10 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 from the date of his detention i.e. w.e.f. 19th July, 2022 vide Order No. F.19(1035)/VIG/FOR-2022/MLM, Fr/27,878-881 dated 17.11.2022;

AND WHEREAS, headquarter of Sri Manik Lal Mallik, Forester was defined to be at SDFO office Kanchanpur vide above mentioned suspension order dated 17.11.2022;

AND WHEREAS, Sri Manik Lal Mallik, Forester was on un-authorized absent w.e.f. 07.05.2022 as per the report of the SDFO, Karbook vide his letter No.F.1-17/Estt. /CON/KFSD/For-2017/2328 dated 21.06.2022;

AND WHEREAS, till date whereabouts of Sri Manik Lal Mallik, Forester is not known to the office of his designated headquarter nor to this office;

AND WHEREAS, Sri Manik Lal Mallik, Forester was directed to let this office know his current whereabouts within 10(ten) days of publication of this office notice No. F. 19(1017)/VIG/FOR-2021/MLM, FG/25,680-86 dated 23.12.2025 in the Newspaper and as to why the period of absence will not be treated as unauthorized absence and as to why necessary action not to be taken as per Rule vide this office order No. F. 19(1017)/VIG/FOR- 2021/MLM,FG/25,680-86 dated 23.12.2025;

AND WHEREAS, the above-mentioned order No.F.19(1017)/VIG/FOR-2021/MLM, FG/ 25,680-86 dated 23.12.2025 was published in a Local newspaper (Tripura Times) on 24th December, 2025 regarding unauthorized absence from Govt. duty of Sri Manik Lal Mallik, Forester;

AND WHEREAS, no response in respect of the order dated 23.12.2025 as above has been received by this end from Sri Manik Lal Mallik, Forester w.e.f. 07.05.2022 to till date;

AND WHEREAS, Sri Manik Lal Mallik, Forester is unauthorized absent for more than 3 and 1/2 year w.e.f. 07.05.2022 to till date;

AND WHEREAS, Notice No.F.19(1017)/VIG/FOR-2021/MLM, FG/ 2759-67 dated 06.05.2026 issued by the PCCF & HOFF, Tripura regarding the unauthorized absence from government duty of Sri Manik Lal Mallik, Forester, was published in local newspapers (Tripura Observer, Tripura Times, Bitirna, Pragati Sambad, and Gana Sambad) on 8th May 2026 and hereby asked to explain within 15 days of publication of this Notice in the Local Daily as to why his period of absence, w.e.f. 07.05.2022 to till date will not be treated as unauthorized and as to why he should not be considered as deemed to have resigned from Government Service w.e.f. 07.05.2022;

AND WHEREAS, no response in respect of the Notice dated 06.05.2026 has been received by this office from Sri Manik Lal Mallik, Forester till date;

NOW, THEREFORE, after careful consideration of all relevant aspects, in pursuance of Memorandum No.F.20 (1)-GA (P&T)/18 (Part) dated 12.12.2018 of the GA (P&T) Department, Govt. of Tripura, it is ordered that Sri Manik Lal Mallik, Forester is deemed to have resigned from Government Service w.e.f. 07.05.2022. This is issued in supersession of the Order No. F. 19(1035)/VIG/FOR-2022/MLM, Fr./27878-881 dated 17.11.2022.

To
Sri Manik Lal Mallik, Forester
S/o - Late Chandra Mohan Mallik
Vill-Ishanchandra Nagar
P.O. - Subhash Nagar, Belonia
District - South Tripura

(R. K. Samal, IFS)
Principal Chief Conservator of Forests & HoFF
Tripura

ICA/D-554/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e- 13/AGRI/EE/MECH/2026-27

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech), Agri Mechanical Division, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 29/07/2026.

SL. NO.	DNIEOI NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1	e- 10/AGRI/EE(M)/2026-27	Supply, Installation, testing, commissioning of 18 (Eighteen) Nos. Desktop computer, Mouse, Keyboard, Multipurpose Printer etc. of reputed brand or equivalent in 6 Nos. Agri. Produce Markets at Kalyanpur, Bishalgarh, Melaghar, Nutan Bazer, Garjee and Barpathri under the scheme of e-NAM in Tripura state	**Rs. 14,93,802.00**	Rs.1,000/-	Rs. 29,876/-	29/07/2026 up to 3.00 PM	29/07/2026 4.00P.M. [if possible]	Bonafide Prospective Manufacturers / Authorized Dealers / Firms having a **good infrastructure at Agartala** as well as having experience or **in similar nature of work** in Govt./ Govt. Undertaking sector

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

Sd/-
Excutive Engineer (Mech.)
Agri Mechanical Division Office Lane,
Agartala

ICA/C-1174/26

P'NIeT No.:- 67/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:- 08/07/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	45/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs. 5,53,290.00
Time of Completion :	60 Days
Last date and time of submission of Bid :	15/07/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura

ICA/C-1163/26

কলকাতায় দুষ্কৃতী রাজা দত্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক ৫

কলকাতা, ১৩ জুলাই(আইএএনএস) : উত্তর দমদমের বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাছে সোমবার ভোরে সন্দেহভাজন গুলির লড়াইয়ে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাজা দত্ত নিহত হয়েছেন। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা জানতে তদন্তকারীরা ঘটনার ক্রম পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গ্যাং-দ্বন্দ্বের জেরেই এই গুলির ঘটনা ঘটেছে।

বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজা দত্তকে উদ্ধার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। একই ঘটনায় আহত তাঁর দুই সহযোগী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটির বাসিন্দা রাজা দত্ত মোটরসাইকেলে করে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মুখোমুখি হন। তদন্তকারীদের ধারণা, হামলাকারীরা তাঁর পরিচিত ছিল এবং আগে থেকেই এলাকায় ওত পেতে অপেক্ষা করছিল।

পুলিশের সন্দেহ, ঘটনার সময় রাজা দত্তের কাছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গুলি চালানোর আগে সেটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। হামলার সঠিক কারণ এবং দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের প্রকৃতি এখনও স্পষ্ট নয়।

গুলির খবর পেয়ে দমদম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের দাবি, রাজা দত্ত দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই হামলার সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী বিরোধ বা অপরাধমূলক ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি হামলাকারীরা কোন পথ দিয়ে পালিয়েছে, তাও অনুসন্ধান করছে পুলিশ।তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) সমীর আহমেদ-সহ ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় তৃণমূলের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল ইডি

কলকাতা, ১৩ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী) দায়ের করা আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার ইডি-র সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে আবেদন করেছিল তৃণমূল। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে ইডি আবেদনটির বৈধতা নিয়ে আপত্তি জানায়।এই তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা জমা রয়েছে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নির্দেশে এবং পরে ইডি-র নির্দেশে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে ডেবিট সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করে।গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠীকে শর্তসাপেক্ষে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। তবে এরপরই ওই অ্যাকাউন্টগুলিকে কেন্দ্র করে অর্থ পাচারের অভিযোগে ইডি পৃথক তদন্ত শুরু করে এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।ইডি-র এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল গোষ্ঠী।

ইপ্সিতার চিকিৎসা নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন প্রতিমা ভৌমিকের, আপাতত অর্থ সংগ্রহ না করার আহ্বান

আগরতলা, ১৩ জুলাই : ১১ মাসের শিশু ইপ্সিতার চিকিৎসার জন্য এই মুহূর্তে অর্থ সংগ্রহ না করার আবেদন জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সোমবার তিনি জানান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ইপ্সিতাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার বিস্তারিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

প্রতিমা ভৌমিক জানান, গত কয়েকদিন ধরে ইপ্সিতার পরিবার এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে। নিউরোলজিস্ট ডা. আবিরলাল নাথ, ডা. অর্পণ মিত্র এবং শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. সঞ্জিত দেববর্মার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দল শিশুটির চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন। একটি রিপোর্টে 'এসএমএ' উল্লেখ থাকলেও চিকিৎসকদের মতে, ইপ্সিতা আরও একাধিক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে, যা নিশ্চিত করতে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। তিনি জানান, বর্তমানে ১১ মাস বয়সী ইপ্সিতার ওজন মাত্র আড়াই কিলোগ্রামের কাছাকাছি, যা জন্মের সময়ের ওজনের প্রায় সমান। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, শিশুটি মারাত্মক অপুষ্টিসহ একাধিক শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রভাবিত হতে পারে। তাই সঠিক রোগ নির্ণয় এবং পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে ইপ্সিতাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং সোমবার থেকেই তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। প্রথমে রোগটি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা এবং শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর দিকেই চিকিৎসকরা গুরুত্ব দিচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমে ইপ্সিতার চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন হতে পারে, তবে তার আগে রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তাই এই মুহূর্তে কেউ যেন অর্থ সংগ্রহ বা অনুদান না দেন। ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে জানিয়ে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ক্রাউডফান্ডিংয়ের মাধ্যমে সহায়তা চাওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে জিবি হাসপাতালে ইপ্সিতার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কয়েকজন ব্যক্তি শিশুটির তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে সহযোগিতা করছেন।

সাধারণ মানুষের সহমর্মিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, "ইপ্সিতা ও অনুশ্রী আমাদের পরিবারেরই সন্তান। সবাই যেভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হলে কিংবা ইপ্সিতার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য এলে তা সবাইকে জানানো হবে।"

ত্রিপুরার বস্ত্র, হস্তশিল্প ও রেশম শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিকাশ দেববর্মার

আগরতলা, ১৩ জুলাই : ত্রিপুরার বস্ত্র, তাঁত, হস্তশিল্প ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বৈঠকে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির বিকাশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন তিনি।

বিকাশ দেববর্মা জানান, ত্রিপুরার তাঁতশিল্প, বাঁশ-বেতের হস্তশিল্প, রেশম শিল্প এবং জনজাতীয় ঐতিহ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে তিনি রাজ্যে একটি সমন্বিত টেক্সটাইল পার্ক, সিল্ক পার্ক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন (এনআইডি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডলুম টেকনোলজি (আইআইএইচটি), সেন্ট্রাল সিল্ক রিলিং স্কুল (সিএসআরএস) স্থাপনের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি বাঁশ, আনারস ও কলার আঁশভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, একটি ক্রাফট ভিলেজ ও হস্তশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, রপ্তানি পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও জোর দেন।

বৈঠক প্রসঙ্গে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনা এবং 'বিকশিত ভারত-২০৪৭', 'ভোকাল ফর লোকাল', 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'টেক্সটাইলস ফর গ্লোবাল মার্কেটস'-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর মতে, কেন্দ্রের সহযোগিতা পেলে এই উদ্যোগগুলি তাঁতি, কারুশিল্পী, রেশমচাষি, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। একই সঙ্গে ত্রিপুরাকে দেশের বস্ত্র ও হস্তশিল্প শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, কারুশিল্প এবং শিল্প সম্ভাবনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার ভবিষ্যতেও কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাবে।

আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য সুকান্ত বসুর মাতৃবিয়োগ, শোক প্রকাশ প্রেসক্লাবের

আগরতলা, ১৩ জুলাই: আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাংবাদিক সুকান্ত বসুর মা লক্ষী রাণী বসুর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাংবাদিক মহলে। সোমবার সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, লক্ষী রাণী বসু দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। আগরতলায় তাঁর চিকিৎসা চলছিল এবং গত কয়েকদিন ধরে তিনি আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একমাত্র পুত্র সাংবাদিক সুকান্ত বসু, পুত্রবধূসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

লক্ষী রাণী বসুর প্রয়াণে আগরতলা প্রেসক্লাব গভীর শোক প্রকাশ করেছে। প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে এক শোকবার্তায় প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিলোনিয়া বাঁধ নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক, বন্যা প্রস্তুতিতে তৎপর প্রশাসন

বিলোনিয়া, ১৩ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় মুহুরী নদীর নবনির্মিত বাঁধ এবং তার উপর নির্মিত ইটের সলিং রাস্তা সোমবার পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি। এদিন সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ বিলোনিয়া পুর পরিষদের অধীন বরজ কলোনির রতনমনি সেতু থেকে মহাশ্মশান ঘাট, বনকর হয়ে মহকুমা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি।

গত বছরের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতার পর প্রশাসনের লক্ষ্য, আগামী বর্ষায় জলমগ্নপ্রবণ এলাকাগুলিকে আগেভাগেই সুরক্ষিত করা। সেই উদ্দেশ্যেই বিলোনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলাশাসক জানান, প্রায় ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাঁধ প্রকল্পের ৮০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকি অংশের কাজ উৎসবের মরশুমের আগেই শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, কিছু জায়গায় বাঁধের অংশবিশেষে নিচু হয়ে যাওয়ার বিষয়ে স্থানীয়দের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা প্রশাসনের নজরে রয়েছে। বর্ষার আগে দ্রুত কাজ শেষ করার তাগিদে মাটি বসে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জলসম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্ষার পর স্থায়ীভাবে মেরামতির কাজ করা হবে।

১৮ জুলাই তেলিয়ামুড়ায় রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই: বন দপ্তরের উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়াস্থিত খোয়াই জেলা বন দপ্তরের এফডিএ হল-এ ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, বন দপ্তরের পিসিসিএফ ও হেড অব ফরেস্ট ফোর্স আর. কে. সামল, প্রশাসন, জনসংযোগ ও প্রোটেকশন শাখার পিসিসিএফ চৈতন্য মূর্তি, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার বোগাটি জগদীশ্বর রেড্ডি, অতিরিক্ত জেলা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য-সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিগণ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৮ জুলাই তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে ৭৭তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কার্যকারী কমিটি এবং আটটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সভায় বনমন্ত্রী বলেন, বনমহোৎসব কেবল বৃক্ষরোপণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বনমহোৎসবের মতো কর্মসূচির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই কর্মসূচি সর্বস্তরের জনগনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

ছিনতাই ও এনডিপিএস মামলার অভিযুক্ত ফেরদৌস মিয়া গ্রেফতার, তদন্তে বিশালগড় থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জুলাই: ছিনতাই ও এনডিপিএস আইনের মামলায় অভিযুক্ত ফেরদৌস মিয়াকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। সোমবার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) বিজয় দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বিশালগড়ের রতননগর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ জুলাই গভীর রাতে মুড়াবাড়ি এলাকায় সংঘটিত একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ফেরদৌস মিয়ার নাম উঠে আসে। অভিযোগ, ওই রাতে বক্সনগর থেকে একটি গাড়িতে করে কয়েকজন ব্যক্তি যাওয়ার সময় একদল দুষ্কৃতী তাঁদের পথরোধ করে গাড়িটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়। তদন্তে ফেরদৌস মিয়াকে ওই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ফেরদৌস মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও মনঃ প্রভাবকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস)-এর অধীনেও একটি মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সন্ধান চালানো হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রতননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, ফেরদৌস মিয়া একসময় বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার একটি মণ্ডল কমিটির সভাপতি ছিলেন। তবে বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো সরকারি তথ্য পাওয়া যায়নি। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তকে বিশালগড় থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিলোনিয়ায় ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল দশা, নিত্য যানজটে চরম ভোগান্তি শহরবাসীর

বিলোনিয়া, ১৩ জুলাই : দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া শহরে ট্রাফিক দপ্তরের গাফিলতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। শহরের ব্যস্ততম রাজপথে প্রতিদিন দীর্ঘ যানজটের কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন পথচারী, অফিস-আদালতের কর্মচারী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়াসহ হাজার হাজার মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিলোনিয়ার এক নম্বর টিলা হাসপাতাল কর্নার থেকে স্টেট ব্যাংক পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এই সড়ক দিয়ে চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অথচ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক দপ্তরের কার্যকর ভূমিকা প্রায় চোখেই পড়ে না।

অভিযোগ, মাঝে মধ্যে ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক-দু''জন এসপিও বা কনস্টেবল মোতায়েন করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। ফলে যানজট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অটোরিকশাগুলি যেখানে-সেখানে যাত্রী ওঠানামা করায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। অন্যদিকে, ব্যস্ত সময়েই বড় বড় পরিবহন সংস্থার ট্রাক ও মালবাহী গাড়ি রাস্তার ধারে দোকানগুলিতে মাল লোড-আনলোড করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো এলাকাজুড়ে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শহরের রাস্তায় এখন ট্রাফিক নিয়মের চেয়ে বিশৃঙ্খলাই যেন বেশি চোখে পড়ছে। অবৈধ পার্কিং, যেখানে-সেখানে যাত্রী ওঠানামা এবং ফুটপাত দখলের মতো সমস্যাও দিন দিন বাড়ছে। অথচ এসব অনিয়ম রোধে প্রশাসন বা ট্রাফিক দপ্তরের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই। এমনকি রবিবারও এলাকায় কোনো ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সচেতন নাগরিকদের বক্তব্য, এটি কোনো একদিনের সমস্যা নয়; দীর্ঘদিন ধরেই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তারা অবিলম্বে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কড়া নজরদারি, নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন, অবৈধ পার্কিং উচ্ছেদ, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া যাত্রী ওঠানামা বন্ধ এবং ব্যস্ত সময়ে মালবাহী গাড়ির লোড-আনলোড নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

তবে স্থানীয়দের তোলা এসব অভিযোগের বিষয়ে ট্রাফিক দপ্তরের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

ধর্মনগরে রাস্তা মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ, ক্ষোভে এলাকাবাসী

ধর্মনগর, ১৩ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে পূর্ত দপ্তরের রাস্তা মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি অর্থে পরিচালিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী নতুন পাথর, উন্নতমানের নির্মাণসামগ্রী ও নির্ধারিত প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। অভিযোগ করা হয়েছে, পুরনো পিচ ও ব্যবহৃত পাথর পুনরায় কাজে লাগিয়ে রাস্তার গর্ত ভরাট করা হচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, এভাবে রাস্তা মেরামত করা হলে অল্প সময়ের মধ্যেই তা ফের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, রাস্তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হলে কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় ঠিকাদার সংস্থাগুলি নিজেদের মতো করে কাজ করছে। সরকারি নির্দেশিকা ও নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে কাজ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তা মেরামতের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। তদন্তে অনিয়মের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পূর্ত দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে এলাকাবাসীর।

যোগমায়া কালিবাড়ি মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মুহুরিপুর পঞ্চায়েত এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ জুলাই: আজ যোগমায়া কালিবাড়ি মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মুহুরিপুর পঞ্চায়েত এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সদস্য দ্বীপায়ন চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী অশেষ বৈদ্য, পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী প্রীতিশ পাল, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ তাপস মজুমদার এবং অবসরপ্রাপ্ত সি এম ও ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ।

রোগী ও শিশুদের ভিড়ে ঠাসা নাট মন্দিরে সকাল দশটায় স্বাস্থ্য শিবিরের পরিষেবার কাজ শুরু হয়। একজন শিশু বিশেষজ্ঞ সহ ৭ জন চিকিৎসক রোগী দেখার কাজ করেন। একজন অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক এবং একজন চক্ষু টেকনিশিয়ান ও কাজে হাত লাগান। হেপাটাইটিস, এইচ আই ভি, সুগার, লিপিড প্রোফাইল ইত্যাদি বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা করার ও ব্যবস্থা ছিল। এই মেগা শিবিরে মোট পাঁচশো বাহাত্তর জন রোগীকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে যোগমায়া কালীবাড়ির এটাই সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য শিবির। মোট তিনশ দুই জন রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হয়। একশ জনের রক্ত এর লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করা হয়। ২৪৮ জনের রক্তের সুগার পরীক্ষা করা হয়। চল্লিশ জনের রক্তে উচ্চ শর্করা পাওয়া। তাদের সবাইকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। দন্ত চিকিৎসক ৫৬ জন রোগীর দন্ত ও মুখগহ্বরের ক্যান্সারের প্রাথমিক পরীক্ষা করেন। ১৬ জন রোগীর রুগ্ন দাঁত উঠিয়ে দেন এবং ৮ জনের দাঁতের ফিলিং করেন। চক্ষু বিভাগ ১২২ জনের চোখের পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন ও ব্যবস্থাপত্র হাতে তুলে দেন। শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের আধার কার্ডের জন্য মায়েদের দীর্ঘ লাইন দিতে দেখা যায়।

শিবিরে সত্তর জন শিশুকে নূতন আধার কার্ড দেওয়া হয়। ১৭ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড এবং ১৭ জন কে আভা কার্ড এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা নিজেদের দ্বারপ্রান্তে এরকম সুযোগ পেয়ে খুবই উপকৃত ও উল্লাসিত বোধ করেন। মুহুরিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ চৌধুরী ওনার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মী এবং আশা দিদিমণিদের নিয়ে এই শিবিরে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ডাঃ পঞ্চম নমঃ এবং টীম লিডার প্রদীপ ভৌমিক এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কার্যভার পরিচালনা করেন। স্থানীয় প্রধান প্রীতিশ পাল এবং সমাজসেবী অশেষ বৈদ্য মহোদয় সক্রিয় ভাবে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। যোগমায়া কালীবাড়ির এরকম জনকল্যাণমুখী পরিষেবার তারা ভুয়সি প্রশংসা করেন। মুহুরীপুর গ্রামবাসীরা এই পরিষেবায় খুবই উপকৃত ও আনন্দিত হন। তারা যোগমায়া কালী বাড়ির উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ কে শিবিরে পেয়ে উপস্থিত জনসাধারণ খুবই উৎফুল্ল হন। ওনার সুচিকিৎসা ও ভদ্র-নম্র ব্যবহারে গ্রামবাসীরা অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সকল স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশা দিদিমণিদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। এরকম সুন্দর সুশৃংখল এবং বড় সংখ্যার উপস্থিতির ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যোগমায়া কালীবাড়ির সম্পাদক শ্রী পরিতোষ ভট্টাচার্যী মহোদয়। তিনি সব স্বাস্থ্যকর্মী, আশা দিদিমণি এবং নার্সিং অফিসার, সি এইচ ও দের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন এরকম সমাজকল্যাণমুখী কর্মসূচি যোগমায়া কালীবাড়ির পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে ও অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হল নতুন জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন

কলকাতা, ১৩ জুলাই (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং দুষ্কৃতী দমনে প্রণীত 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্টোল অব অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬' সোমবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন এই আইনের মাধ্যমে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধে পুলিশ ও প্রশাসনকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। গত ২৯ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিলটি উত্থাপন ও পাস হয়। পরে রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়ার পর তা আইনে পরিণত হয়।

জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সংঘবদ্ধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির তুলনায় এই আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিধান যুক্ত হয়েছে।

প্রথমত, কোনও ব্যক্তিকে জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হলে তাকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক আটক-এ রাখার সুযোগ থাকবে।

এই বিধানকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল এবং নাগরিক সমাজের একাংশের অভিযোগ, আইনটি অত্যন্ত কঠোর এবং এর অপব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। তাঁদের দাবি, এর ফলে পুলিশ ইচ্ছামতো কাউকে আটক করতে পারে এবং বিরোধী মত দমনেও আইনটি ব্যবহার হতে পারে।

অন্যদিকে, রাজ্যের শাসক দল বিজেপির দাবি, প্রতিরোধমূলক আটক কোনওভাবেই স্বেচ্ছাচারী হবে না। নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

এই উদ্দেশ্যে একটি অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠন করা হবে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আটক যুক্তিসঙ্গত কি না তা পর্যালোচনা করবে। আটক ব্যক্তি নিজের পক্ষে প্রতিনিধিও নিয়োগ করতে পারবেন। বোর্ডের প্রধান থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি এবং তাঁর সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন আরও দু''জন সদস্য থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই আইন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যাদের বিরুদ্ধে বারবার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে।

আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান অনুযায়ী, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারা প্রয়োগ করে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে।

এছাড়া, কোনও ব্যক্তির উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা থাকলে পুলিশ তাকে ওই এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বা সেখান থেকে বহিষ্কার করতে পারবে। আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

নতুন আইনে 'এক্সটার্নমেন্ট অর্ডার'-এরও বিধান রয়েছে। জেলা শাসক বা পুলিশ সুপার পদমর্যাদার বা তার ঊর্ধতন কোনও আধিকারিক যদি মনে করেন, কোনও ব্যক্তি বিশেষ এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেন, তবে তাঁকে ওই এলাকা বা গোটা জেলা থেকে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া যাবে।

কাতারের ফাদার আমিরের প্রয়াণে

● আটের পাতার পর

অর্ধনমিত রাখা হবে। পাশাপাশি, এদিন সরকারি স্তরে কোনও আনুষ্ঠানিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে না। এই অনুযায়ী রাজ্যেও একদিনের দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়েছে আজ। গোমতী জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

১২ দফা দাবিতে সোনামুড়ায়

● আটের পাতার পর

(এমজিএনরেগা) পুনরায় চালু করা, বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ৭০০ টাকা দৈনিক মজুরি নিশ্চিত করা এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক রতন সাহা এবং সিআইটিইউ ও সিপিআই(এম)-এর অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

রোটারি বর্ষ ২০২৬-২৭ উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অব আগরতলার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: রোটারি বর্ষ ২০২৬-২৭ উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অব আগরতলার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রোটারির বিশিষ্ট পদাধিকারী, ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক অতীত সভাপতি রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ নবনির্বাচিত সভাপতি রোটারিয়ান ড. বিধান গোস্বামী-এর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

রোটারি বর্ষ ২০২৬-২৭-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন:সভাপতি: রোটারিয়ান ড. বিধান গোস্বামী, সম্পাদক: রোটারিয়ান ইঞ্জি, তরুণ কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ: রোটারিয়ান সমীর লাল সাহা,। অনুষ্ঠানে রোটারি ইন্টারন্যাশনালের ডিরেক্টর-ইলেক্ট রোটারিয়ান বাসুদেব গোলিয়ান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইমিডিয়েট পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রোটারিয়ান ড. কে. এস. এলাংবাম সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথি নবনির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রোটারির মূলমন্ত্র নিজের ঊর্ধে সেবাকে সামনে রেখে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান। তাঁরা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মানবকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগে রোটারি ক্লাবের আরও সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে গত এক বছরের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়। রোটারি ক্লাব অব আগরতলা দীর্ঘদিন ধরে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সামগ্রী বিতরণ, বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি, দুর্যোগকালীন ত্রাণ বিতরণ এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ। এসব কর্মকাণ্ড ত্রিপুরার সার্বিক সামাজিক উন্নয়নে রোটারি ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় বহন করে।নবনির্বাচিত সভাপতি রোটারিয়ান ড. বিধান গোস্বামী তাঁর বক্তব্যে ক্লাবের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী রোটারি বর্ষে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, যুব উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও বিস্তৃত ও গতিশীল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি সকল সদস্যের সহযোগিতায় রোটারির মানবসেবার আদর্শকে আরও সুদৃঢ়ভাবে বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উপস্থিত সকল সদস্য সমাজের কল্যাণে রোটারির আদর্শ অনুসরণ করে মানবসেবায় আরও নিবেদিতভাবে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন।

চরিলাম বাজারে দম্পতির ওপর হামলার অভিযোগ, স্বর্ণের চেইন ও নগদ টাকা ছিনতাই; আহত স্বাস্থ্যকর্মী হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জুলাই: চরিলাম বাজার স্ট্যান্ড এলাকায় এক দম্পতির ওপর হামলা চালিয়ে স্বর্ণের চেইন ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত স্বাস্থ্যকর্মী রাকেশ ভদ্র বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

অভিযোগ অনুযায়ী, আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনির বাসিন্দা ও পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী রাকেশ ভদ্র এবং তাঁর স্ত্রী দীপাঙ্কা গুহ রায় রবিবার রাত প্রায় ১০টা ১৫ মিনিটে চরিলাম বাজার স্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে কয়েকজন তাঁদের ওপর হামলা চালায়।

রাকেশ ভদ্রের অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে। পাশাপাশি দীপাঙ্কা গুহ রায়ের গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন এবং সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হামলায় গুরুতর আহত রাকেশ ভদ্রকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সোমবার সকালে রাকেশ ভদ্র বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে অমলেশ দেবনাথ, সাগর দেবনাথ, অঙ্কুশ দেবনাথ, প্রণব দেবনাথ এবং সোনাই মণ্ডল-সহ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

কালাছড়ায় সিপিআই(এম)-এর মিছিলে পুলিশের বাধার অভিযোগ, উত্তেজনা; ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি

আগরতলা, ১৩ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার কালাছড়া ব্লকে ১০ দফা দাবিতে আয়োজিত সিপিআই(এম)-এর ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দলের অভিযোগ, পূর্ব নির্ধারিত শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ বাধা দেওয়ায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

সিপিআই(এম)-এর দাবি, কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত নিয়ম মেনে ৭২ ঘণ্টা আগেই প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, এলাকার উন্নয়ন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১০ দফা দাবি নিয়ে কালাছড়া ব্লকের বিডিওর কাছে গণডেপুটেশন দেওয়ার উদ্দেশ্যে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কালাছড়া অঞ্চল অফিস থেকে একটি মিছিল বের হয়।

অভিযোগ, মিছিলটি কালাছড়া বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের অগ্রগতি আটকে দেয়। এরপর পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়, যা ঘিরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, জেলা কমিটির সদস্য শশাঙ্ক মজুমদার, কালাছড়া অঞ্চল সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। তবে এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ধর্মনগরে শহীদ কমরেড বাদল

● আটের পাতার পর

সভায় বক্তারা বাদল শীলের কর্মজীবন, মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর ভূমিকা এবং গণআন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন আরও জোরদার করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়।

ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৩ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলা পরিষদ প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর বাদল শীল রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় নিহত হন। সংগঠনের অভিযোগ, এই ঘটনায় বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা জড়িত ছিল। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির কোনো প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদনের সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য হরকুমার নাথ, দুর্গেশ রায়, জেলা কমিটির সদস্য মইন উদ্দিন ও কৌশল চক্রবর্তী, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অনুকূল দাস-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী নেতা অমিতাভ দত্ত, অভিজিৎ দে, রতন রায় এবং সমিরণ দাস। তাঁরা বাদল শীলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে গণআন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 14-07-2026, 01:01

খেলাধুলায় আকর্ষণ ও জাতি গঠন
উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর হাতে দূরদর্শী স্মারকলিপি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন, যুবসমাজকে মাদকচক্রের মরণফাঁদ থেকে রক্ষা করা এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে আজ এক উচ্চপর্যায়ের সরকারি বৈঠকে মিলিত হন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সি. কিশোর বর্মন। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ড় মিহির শীল মাননীয় মন্ত্রীর হাতে একটি কৌশলগত রূপরেখা বা স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিটিতে মূলত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামো ব্যবহার করে কীভাবে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করা যায় এবং ক্রীড়াক্ষেত্রকে একটি নিশ্চিত পেশা হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত করা যায়, তার বিশদ ব্লু-প্রিন্ট তুলে ধরা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই প্রস্তাবটি পর্যবেক্ষণ করেন, এর দূরদর্শী চিন্তাভাবনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং খুব শীঘ্রই এটি সরকারি স্তরে বাস্তবায়নের ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন ।বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার একটি চমৎকার ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিদ্যমান। বিভিন্ন টুর্নামেন্ট বা প্রতিযোগিতা যেন এক একটি আনন্দময় উৎসবে রূপ নেয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই কাঁচা প্রতিভাকে নিয়মিত লালন-পালন করার জন্য আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট বা হাই-পারফরম্যান্স ইকোসিস্টেম নেই। এর ফলে দুটি ভয়াবহ সংকট একসাথে তৈরি হচ্ছে: প্রথমত, প্রতিভাবান তরুণ ক্রীড়াবিদদের সামনে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ না থাকায় তারা খেলাধুলা ত্যাগ করে প্রথাগত পুঁথিগত বিদ্যার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, দিকনির্দেশনাহীন ও লক্ষ্যহীন একটি বিশাল যুব অংশ কোনো গঠনমূলক উদ্দেশ্য খুঁজে না পেয়ে খুব সহজেই রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক মাদকের নেশার মরণফাঁদে পা বাড়াচ্ছেন। খেলাধুলার সুনির্দিষ্ট কাঠামো যুবসমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে একটি প্রধান ঢাল হিসেবে কাজ করতে পারে ।বৈশ্বিক মডেলের অনুকরণে "হাই-পারফরম্যান্স স্পোর্টস হাব" তৈরীর আবশ্যকতা রয়েছে ।একটি শক্তিশালী সমাজ ও জাতি গঠনে ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। ড় মিহির শীলের এই প্রস্তাবটি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যুব ক্ষমতায়ন ভাবনার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাদক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে এবং যুবসমাজকে দিশা দেখাতে সরকার খুব দ্রুত এই প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে মন্ত্রিসভার সদস্য আশা ব্যক্ত করেন।

জাবেদের জোড়া গোল : ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে জয়ে সূচনা ত্রিবেণী সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু করলো ত্রিবেণী সংঘ। বড় ব্যবধানে জয় পেলো নিজেদের প্রথম ম্যাচে। জয় পেলেও দলের রক্ষণভাগের কিছুটা ফাঁকফোকর লক্ষ্য করা গেছে প্রথম ম্যাচে। জাগ্রত শুধরে নিতে হবে দলের কোচকে। নতুবা পরের ম্যাচে চাপে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত "হোটেল সোনারতরী " দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোমবার ত্রিবেণী সংঘ ৪-২ গোলে পরাজিত করে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। বিজয়ী দলের জাবেদ ডারলং জোড়া গোল করেন। কাগজে-কলমে শক্তির বিচারে শহর দক্ষিণের ক্লাব ত্রিবেণী সংঘ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই জানা ছিল। দেখার ছিল ইউনিয়নের ফুটবলাররা কতটা লড়াই ছুঁড়ে দিতে পারেন। প্রথমার্ধে তেমন আহামরি খেলতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন মাখন লাল জমাতিয়ার ফুটবলাররা। এক সময় ত্রিবেণী সংঘের রক্ষণভাগের রেখেছিলেন চাপে। চাপের মুখে সমরজিত দেববর্মার ছেলেরা মাথা ঠান্ডা করে খেলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি বের করে নেন। এদিন যে ভুলগুলি লক্ষ্য করা গেছে তা যদি শুধরে নিতে পারে তাহলে পরের ম্যাচগুলোতে অন্যরূপে দেখা যেতে পারে খেতাবের অন্যতম দাবিদার দল ত্রিবেণী সংঘ কে। দলের ম্যানেজার তন্ময় ধর স্পষ্টভাবেই বলেন, আসরের প্রথম ম্যাচ বলেই কিছুটা জড়তা লক্ষ্য করা গেছে। পরের ম্যাচের আগে তা সুধরে নেওয়া হবে। পরের ম্যাচে আমাদের অন্যরূপে দেখা যাবে। এদিন ম্যাচের শুরু থেকে প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন ত্রিবেণী সংঘের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইযেও ছিল এগিয়ে। ম্যাচ শুরুর ২১ মিনিটের মাথায় আচাইফাং জমাতিয়ার গোলে এগিয়ে যায় ত্রিবেনী সংঘ। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে জাবেদ ডারলং ব্যবধান বাড়ান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ম্যাচে ফেরার লড়াই শুরু করেন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ফুটবলাররা। ৪৯ মিনিটে বিশাল জামাতিয়া গোল করে ব্যবধান কমান। এরপর ৬৬ মিনিটে লাল মন জোয়ালা এবং ৬৯ মিনিটে জাবেদ ডারলং গোল করে ত্রিবেণী জয় নিশ্চিত করে দেন। ৭৩ মিনিটে দীপেন জমাতিয়া গোল করে ব্যবধান কমান। খেলা পরিচালনা করেন পল্লব চক্রবর্তী।

ইংল্যান্ড—আর্জেন্টিনা: গ্যালারির দর্শকদের সামলাতে সতর্ক পুলিশ

আটলান্টায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় বুধবার রাত একটায় শুরু হবে এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ।

রাজনৈতিকভাবে বৈরী এ দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে লড়াইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার প্রস্তুতি নিচ্ছে আটলান্টা পুলিশ।

আটলান্টা স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা ৭৫ হাজার। গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থকদের আলাদা রাখার সুযোগও সীমিত। এ কারণে নিরাপত্তার প্রস্তুতিটা ভালোভাবে নিচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস' জানিয়েছে, চলতি বিশ্বকাপে ইংলিশ সমর্থকদের আচরণ এখন পর্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। যদিও গত শনিবার রাতে মায়ামিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে একজন বৈধ টিকিট ছাড়াই স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত যুক্তরাজ্যের ফুটবল পুলিশিং ইউনিটের দল এবং স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে ।উভয় দেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থকই সমান ৫০-৫০ অনুপাতে থাকবেন বলে ধারণা করছেন কর্মকর্তারা। ফুটবল ফেডারেশনের মাধ্যমে দেওয়া অফিশিয়াল টিকিটগুলোর বসার জায়গা আলাদা থাকলেও ফিফার নীতি অনুযায়ী সাধারণ কোটায় টিকিট কাটা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকেরা গ্যালারিতে একসঙ্গে বসার সুযোগ পাবেন।

কর্তৃপক্ষ আশা করছে, আগের ম্যাচগুলোর মতোই এই ম্যাচও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই শেষ হবে। তবে আটলান্টা পুলিশ ভালো করেই জানে, ফকল্যান্ড যুদ্ধ কিংবা ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ডিয়েগো ম্যারাডোনার 'হ্যান্ড অব গড' গোল নিয়ে গ্যালারির স্লেজিং ও উসকানিমূলক স্লোগান যেকোনো মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়াতে পারে। এরই মধ্যে একাধিক ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের ফকল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে গান গাওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ফিফা এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। সঙ্গে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের সমর্থকদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন কিছু সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে, যার কিছু ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়েও পড়ে।

এবার বিশ্বকাপে আটলান্টার স্টেডিয়ামটি কিছুটা ব্যতিক্রম। এটি শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। ফলে খেলা শুরুর আগে স্টেডিয়ামের কাছেই পানশালাগুলোয় সাধারণত দুই দলের সমর্থকেরা ভিড় জমান।

শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ম্যাচে গ্যালারিতে ইংলিশ সমর্থকদেরই জয়জয়কার ছিল। তবে সেমিফাইনালের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে ফ্লোরিডায় বিশালসংখ্যক আর্জেন্টাইন প্রবাসী রয়েছেন, যাঁদের বড় একটা অংশ ম্যাচটি দেখতে আটলান্টায় যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।তবে বসে নেই ইংলিশ সমর্থকেরাও। যুক্তরাজ্য থেকে নতুন করে যাওয়া ফুটবলপ্রেমী ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে জর্জিয়ায় জড়ো হওয়া প্রবাসীদের কারণে ইংল্যান্ডের সমর্থকও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।সময় এখন আর্জেন্টিনার। লিওনেল স্কালোনির অধীনে দলটির রেকর্ড ভাঙার অভিযান চলছেই। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩—১ গোলে জয়ের ম্যাচে বিশ্বকাপে উরুগুয়ের ৭২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছে আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ের ১১ ম্যাচের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপে টানা ১২ ম্যাচে অন্তত ২টি বা তার বেশি গোল করার রেকর্ড এখন আর্জেন্টিনার দখলে।

আর্জেন্টিনার এই গোলবন্যা শুরু হয়েছিল কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে, ২০২২ সালের ২৬ নভেম্বর মেক্সিকোর বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় দিয়ে। এর পর থেকে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগকে আর থামানো যায়নি। কাতারে পোল্যান্ড (২-০), অস্ট্রেলিয়া (২-১), নেদারল্যান্ডস (২-২), ক্রোয়েশিয়া (৩-০) এবং ফাইনালে ফ্রান্সের (৩-৩) বিপক্ষেও অক্ষুণ থাকে এই ধারা।

চার বছর পর ২০২৬ উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপেও সেই একই বিধ্বংসী রূপ ধরে রেখেছে আলবিসেলেস্তেরা। চলতি আসরের গ্রুপ পর্বে আলজেরিয়াকে ৩-০, অস্ট্রিয়াকে ২-০ এবং জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

নকআউট পর্বেও মেসিদের গোল করার ধার কমেনি; শেষ বত্রিশে কেপ ভার্দেকে ৩-২, শেষ ষোলোতে মিসরকে ৩-২ এবং সর্বশেষ কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে টানা ১২ ম্যাচের এই বিশ্ব রেকর্ড গড়ে আর্জেন্টিনা।

উরুগুয়ের রেকর্ডটি অনেক পুরোনো। ১৯৩০, ১৯৫০ এবং ১৯৫৪এই তিনটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচে অন্তত দুটি করে গোল করার রেকর্ড গড়েছিল উরুগুয়ে।১৯৩০ সালের বিশ্বকাপে রোমানিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয় দিয়ে শুরু হয়েছিল উরুগুয়ের সেই সোনালি অধ্যায়। এরপর একে একে যুগোস্লাভিয়া, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, স্পেন, সুইডেন, ব্রাজিল, চেকোস্লোভাকিয়া, স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতি ম্যাচেই অন্তত ২টি করে গোল করার ধারা বজায় রাখে তারা।

তবে ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন হাঙ্গেরির 'ম্যাজিক্যাল ম্যাগিয়ার্স'দের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৪-২ ব্যবধানে হেরে উরুগুয়ের সেই স্বপ্নের দৌড় থামে। সেটিই ছিল বিশ্বকাপের ইতিহাসে উরুগুয়ের প্রথম পরাজয়।

আর্জেন্টিনাকে হারানোর সূত্র কী? গোপনীয় কিছু নয়। লিওনেল মেসিকে বোতলবন্দী করে রাখতে হবে। আর এমনটা করেই মানে সেমিফাইনালে মেসিকে বোতলবন্দী করেই ইংল্যান্ড ফাইনালে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক ইংলিশ উইঙ্গার জো কোল।

নেটফ্লিক্স স্পোর্টসের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গ্যারি লিনেকার, অ্যালান শিয়ারার এবং মিকা রিচার্ডসের সঙ্গে আড্ডায় বসেছিলেন জো কোল। সেখানে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ নিয়ে কথা উঠতে ২০০২, ২০০৬ ও ২০১০ বিশ্বকাপ খেলা সাবেক এই চেলসি ও লিভারপুল তারকা বলেন, 'আমাদের মেসিকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। আমরা ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। হ্যাঁ, ১০০ ভাগ নিশ্চিত!'

কোল যখন এই মন্তব্য করেন, তখন স্টুডিওতে থাকা বাকিরা তাঁকে থামানোর চেষ্টায় রসিকতা করে বলেন, 'এমন কথা এখনই বোলো না!' কিন্তু কোল নিজের অবস্থানে অনড় থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আমি এখনই বলছি, আমরা এবার বিশ্বকাপের ফাইনালে যাচ্ছি।'

অনুষ্ঠানে সাবেক ডিফেন্ডার রিচার্ডস অবশ্য আর্জেন্টিনাকে নিয়ে কিছুটা সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা ভীষণ ধূর্ত এবং তাঁদের জেতার মানসিকতা প্রবল। তাই ম্যাচ জিততে ইংল্যান্ডকে ধারণার চেয়েও বেশি ঘাম ঝরাতে হবে। তবে টমাস টুখেলের বর্তমান দলের ওপর ভরসা রেখে রিচার্ডস যোগ করেন, 'আর্জেন্টিনার শক্তির বিপরীতে আমাদের গতি অনেক বেশি। আমরা ওদের হারাতে যাচ্ছি, আমার মন তা—ই বলছে।'

সেমিফাইনালের এই লোভনীয় ম্যাচ নিয়ে আলোচনায় যোগ দেন আরেক সাবেক ইংলিশ ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিলও। তবে মেসিকে নয়, তিনি লক্ষ্য বানিয়েছেন আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগকে। ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ও লিসান্দ্রো মার্তিনেজ জুটিকে নিয়ে তিনি বলেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয়, রোমেরো আর লিসান্দ্রো মিলে প্রতি ম্যাচে একটা করে গোল উপহার দেবে। আবার পরক্ষণেই দেখা যায় ওরা গোল করছে, প্রতিটা হেডার জিতছে এবং মাঠের সব জায়গায় হাজির হচ্ছে।

সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবলে সরোজ - নবোদয় মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে আজ মাঠে নামছে সরোজ সংঘ। প্রতিপক্ষ লড়াকু নবোদয় সংঘ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত "হোটেল সোনারতরী" দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য দুদলের ফুটবলার রাই এদিন শেষ প্রস্তুতি সেরে নিতে পারেননি। কাগজে কলমে আজ কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে সরোজ সংঘ। লিটন মজুমদারের দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে। অপর দিকে এক ঝাঁক অনামি ফুটবলারদের নিয়ে গড়া হয়েছে নবোদয় সংঘ। বাদল রিয়াং এর ছেলেরা চাইছেন আত্মপ্রকাশেই আগরতলার মাটিতে নিজেদের ছাপ ফেলতে। ফলে লড়াই হবে জমজমাট তা আশা করছেন ফুটবলপ্রেমীরা। সরোজ সংঘের পল্টু চৌধুরী, রোনাল্ডো দেববর্মা, শান্ত জয় রিয়ান, জাকারিয়া হালামরা চাইবেন নিজেদের সর্বস্ব উজার করে দিয়ে প্রথম ম্যাচে দলকে জয় এনে দিতে। সরোজ সংঘের কোচ লিটন মজুমদার জয় পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এক সাক্ষাৎকারে লিটন বলেন, আমার দল প্রতিটি বিভাগে যথেষ্ট ব্যালেন্সড। ছেলেরা নিজেদের খেলাটা খেলতে পারলেই সাফল্য আসবে। অপরদিকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত নবোদয় সংঘের ফুটবলাররা ।

সমীহ থাকলেও স্পেন ভীতি নেই ফ্রান্সের

আসরে সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগের একটি ফ্রান্সের। গত ছয় ম্যাচে, প্রতিপক্ষের জালে ১৬ গোল করে দলটি দেখিয়েও দিয়েছে নিজেদের সামর্থ্য। স্পেনের আক্রমণভাগও দুর্বল নয় মোটেও; সেরা চারে তারা উঠে এসেছে ১১ গোল করে। পরিসংখ্যানের এই পাতায় ফ্রান্স এগিয়ে থাকলে, গোল কম হজমের পাতায় এগিয়ে স্পেন। ছয় ম্যাচে তারা খেয়েছে মাত্র একটি। এর অর্থ, বাকি পাঁচ ম্যাচে ক্লিনশিট নিয়ে মাঠ ছাড়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দল দুটি। বাংলাদেশ সময় ১৫ জুলাই ১টায় (এএম) শুরু হবে ম্যাচটি।

এই ম্যাচের আগে ঘুরে ফিরে আসছে দল দুটির সবশেষ কয়েকটি মুখোমুখি লড়াই। ২০১৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও গত আসরের রানার্সআপ দলটির যে, স্পেনের বিপক্ষে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের স্মৃতি সুখকর নয় মোটেও। ২০২৪ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে ও নেশন্স লিগের সেমি-ফাইনালে স্প্যানিশদের বিপক্ষে হেরেছিল দিদিয়ে দেশোঁর দল।

ওই দুই আসরের মধ্যে, ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন। নেশন্স লিগে হয়েছিল রানার্সআপ। ২০১০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ জেতা 'লা রোজা'রা এবার দ্বিতীয়বার এই স্বাদ নিতে মুখিয়ে। সব বিভাগে নির্ভরযোগ্য ফুটবলার থাকায় দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ দল স্পেন; তাদের রক্ষণ প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমতো দুর্ভেদ্যই। কোয়ার্টার-ফাইনালে এসে বেলজিয়াম কেবল সেখানে পেরেছে একটু চিড় ধরাতে।

কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে, উসমান দেম্বেলেকে নিয়ে স্পেনের আক্রমণভাগ ধারাল, ক্ষিপ্র। লামিন ইয়ামাল, মিকেল ওইয়ারসাবালের উপস্থিতিতে স্পেনের অ্যাটাকিং লাইন-আপ অতটা গতিময় না হলেও, দলের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী।

তাই ইব্রাহিমা কোনাতে, দাইয়ু উপামেকানোদেরও ডালাসের ডামাডোলে দৃঢ়তার পরীক্ষা দিতে হবে। ফরাসি সেন্টার-ব্যাক কোনাতে প্রত্যয়ের সুরে বললেন, প্রস্তুত তারা।

অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থার সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন, ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। আজ অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্মানিত সভাপতি তানাজি সেনগুপ্ত। এদিনের বৈঠকে সংস্থার সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতিতে আগামী দিনের সাংগঠনিক নানা দিক ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সমাজ কল্যাণের ধারাকে আরও বেগবান করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই বৈঠকে। বর্তমানের পাশাপাশি আগামী ভবিষ্যতেও অঙ্গীকারের এই আর্তমানবতার সেবা ও সামাজিক কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহাল থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রা রায় ।অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অতীতে রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের মতো একাধিক কর্মসূচি পরিচালনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এই সংস্থা। বিশেষ করে করোনা মহামারীর চরম সংকটের সময়ে যখন মানুষ গৃহবন্দী, তখন সংস্থার সদস্যরা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি উপেক্ষা করে করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পৌঁছে দিয়েছেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় ভ্যাকসিন শিবিরের আয়োজন করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল এই সংস্থা। আগামী দিনেও তারা একইভাবে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

টানা দ্বিতীয় বার উইম্বলডন জয় সিনারের পিছিয়ে পড়েও জেরেভকে হারালেন

টানা দ্বিতীয় বার উইম্বলডন জিতলেন ইয়ানিক সিনার। রবিবার অল ইংল্যান্ডের সেন্টার কোর্টে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারালেন ৬-৭, ৭-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে। বিশ্বের দশম খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন খেতাব ধরে রাখার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। প্রথম বার ফাইনালে ওঠা জেরেভ প্রথম সেট জিতেও দাপট ধরে রাখতে পারলেন না। এই নিয়ে পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন সিনার। এ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম এল তাঁর ক্যাবিনেটে। পাশাপাশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ১০০তম ম্যাচও জিতলেন তিনি।

মে মাসে ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে যান সিনার। পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারেন জুয়ান ম্যানুয়েল সেরুন্দোলোর কাছে। হারের নেপথ্যে প্যারিসের গরম এবং সিনারের শারীরিক অসুস্থতাকেই দায়ী করা হয়েছিল। জেরেভ সুযোগ কাজে লাগান এবং ট্রফি জিতে নেন।

তবে অল ইংল্যান্ড কোর্টে তার কোনও পুনরাবৃত্তি হয়নি। আত্মবিশ্বাসী সিনার জ্বলে উঠেছেন একেবারে সঠিক সময়ে। জেরেভের সামনে সুযোগ ছিল ওপেন যুগে প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার পরেই দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা। সেটা হল না।

উইম্বলডনের প্রথম সপ্তাহটা ভাল যায়নি সিনারের কাছে। তাঁকে জিততে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু শেষের দিকে তিনি সেরা টেনিস উপহার দিয়েছেন। সেমিফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন নোভাক জোকোভিচকে। রবিবার সেন্টার কোর্টে আরও এক বার নিজের সেরা টেনিস উপহার দিলেন সিনার।

দুই খেলোয়াড়ই শাসন করেছেন সার্ভিসে। প্রথম দু'টি সেটে কেউ কারও সার্ভিস ভাঙতে পারেননি। জেরেভের প্রথম সার্ভ সফল হওয়ার হার ৭৬ শতাংশ। আগ্রাসী খেলে এক সময় সিনারকে চাপে ফেলে দেন। কিন্তু ইটালীয় খেলোয়াড় শান্ত থেকে ধৈর্য দেখিয়ে জেরেভকে বাড়তি পরিশ্রম করতে বাধ্য করান। কোর্টের সব প্রান্তে তাঁকে দৌড় করান। জেরেভের পাল্টা আগ্রাসী শট দেখা গিয়েছে তাঁর র‍্যাকেট থেকেও।

মাত্র একটি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচানো এবং ৫৮টি উইনার মারা সিনার ম্যাচ শেষ হতেই কোর্টে লুটিয়ে পড়েন। বেশ কিছু ক্ষণ উইম্বলডন জয়ের অনুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করেন। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। গ্র্যান্ড স্ল্যামে জেরেভের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৫-২ এগিয়ে গেলেন সিনার। নতুন র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হলেই বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড় হয়ে যাবেন জেরেভ। চলতি বছরে সিনার ছ'টি ট্যুর খেতাব জিতলেন। মে মাসে রোমে কেরিয়ার গোল্ডেন মাস্টার্স অর্জন করেছিলেন। তবে রবিবারের আগে এ বছর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেননি। শেষ বার গত বছর উইম্বলডনে কার্লোস আলকারাজকে হারিয়েছিলেন তিনি।

রবিবার দুপুরের ম্যাচে সিনার এবং জেরেভের প্রথম পয়েন্টের লড়াইটাই হয় দেখার মতো। ২২ শটের র‍্যালি শেষে জার্মান জেরেভের র‍্যাকেট থেকে উইনার বেরোয়। সিনার একটা সময় ৩-৪ গেমে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে ৪-৪ করে দেন। দুই খেলোয়াড়ই নিজের সার্ভিস ধরে রেখেছিলেন। সেন্টার কোর্টে প্রবল হাওয়া দিলেও কোনও সমস্যা হয়নি। জেরেভ একটি সেট পয়েন্ট বাঁচিয়েও প্রথম সেটে চাপে ফেলে হারান সিনারকে।

ইয়ামালের কথা ভাবছিই না! বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নামার আগে সাফ জানিয়ে দিলেন ফরাসি ডিফেন্ডার

কোনও এক জনকে নিয়ে বেশি ভাবতে নারাজ ফ্রান্স। তাদের লক্ষ্য শক্তিশালী স্পেনকে হারানো। তাই এক জন বা দু'জন ফুটবলার নয়, গোটা দলকে নিয়ে ভাবছে ফ্রান্স। এমনটাই জানিয়েছেন ফরাসি সেন্টার ব্যাক ইব্রাহিমা কোনাতে। তাঁর মুখে লামিন ইয়ামালের নাম। ম্যাচের আগে কোনাতে জানিয়েছেন, স্পেনের মতো দলকে হারাতে হলে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে হবে। তার জন্যই তৈরি হচ্ছেন তাঁরা। সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে কোনাতে বলেন, "কাউকে ভয় পেলে চলবে না। সামনে কঠিন লড়াই। তার জন্য তৈরি হচ্ছি। আশা করি শেষ হাসিটা আমরাই হাসব।"

এ বারের বিশ্বকাপে মাত্র একটি গোল করলেও ইয়ামালের গতি ও ড্রিবল সমস্যায় ফেলেছে প্রতিপক্ষকে। বার বার প্রান্ত ধরে আক্রমণে উঠেছেন। কখনও ক্রস বাড়িয়েছেন। কখনও নিজে শট মেরেছেন। অবশ্য ইয়ামালকে নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ কোনাতে। তিনি বলেন, "স্পেন খুবই শক্তিশালী দল। বেশ কয়েক জন ভাল ফুটবলার রয়েছে। তাই এক জনের কথা ভাবলে হবে না। ইয়ামাল ভাল ফুটবলার। কিন্তু ওর কথা ভাবছিই না। আমরা গোটা স্পেনকে নিয়ে ভাবছি।"বিশ্বকাপের গত দু'দশকে সবচেয়ে ধারাবাহিক দল ফ্রান্স। এর আগে ১৯৯৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সাতটি বিশ্বকাপের চারটিতে ফাইনাল খেলেছে তারা। দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। দু'বার রানার্স। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পাঁচ বিশ্বকাপের চারটিতে ফাইনাল খেলেছিল তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি। এ বার ফাইনালে উঠলে জার্মানির সেই দাপটকেও ছাপিয়ে যাবে ফ্রান্স।

অতীতের কথা ভাবতে চান না কোনাতে। তাঁদের নজর মঙ্গলবারের দিকে। কোনাতে বলেন, "আমরা অতীতের কথা ভাবছিই না। কোনও ফাঁদে পা দিতে চাই না। শুধু চুপচাপ নিজেদের খেলাটা খেলতে চাই।"

চলতি বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। গোলের জন্য তাঁর উপর ভরসা ফ্রান্সের। উসমান দেম্বেলও পাঁচ গোল করে ফেলেছেন। গোটা দলকেই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। তবে সামনে স্পেন, যারা এই বিশ্বকাপে মাত্র এক গোল হজম করেছে। ফলে লড়াই সহজ হবে না। সেই কারণে, শুধু এক জনের কথা না ভেবে গোটা স্পেনকে নিয়ে ভাবছেন কোনাতেরা।

বিশ্বকাপের সেমিতে উঠেও দলের খেলায় খুশি নন ইংল্যান্ডের কোচ!

জিতেও দলের খেলায় খুশি হতে পারছেন না ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। আরও উন্নতি চান তিনি। কোচের এই মন্তব্যের পরেই ইংল্যান্ড শিবিরে অশান্তি শুরু হয়েছে। কোচকে পাল্টা দিয়েছেন দলের জয়ের নায়ক জুড বেলিংহ্যাম। সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নামার আগে দলের সাজঘরের এই পরিস্থিতি চিন্তা বাড়াবে সমর্থকদের।

নরওয়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। দু'টি গোলই করেছেন বেলিংহ্যাম। কঠিন ম্যাচ জেতার পরেও দলের খেলায় খুশি হতে পারেননি টুখেল। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, "আমি দলের খেলায় খুশি নই। সকলে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে ভাবে খেলেছি, তাতে আমরা নিজেই আমাদের কাজটা কঠিন করে তুলেছি। দ্রুতগতিতে খেলতে পারিনি। বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। আমরা ভাগ্যের জোরে জিতেছি।"

কোচের এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয় বেলিংহ্যামকে। তিনি প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে আবার একই প্রশ্ন করা হলে বেলিংহ্যাম বলেন, "উনি হয়তো জানেন না, মাঠে নেমে খেলার অভিজ্ঞতা কেমন। বিশেষ করে যদি প্রতিপক্ষ দলে হালান্ড, ওডেগার্ড, নুসা, সরলথের মতো ফুটবলার থাকে। ওদের বিরুদ্ধে খেলা সহজ নয়। আমরা একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছি। জিতেছি। সেমিফাইনালেও সেটাই করব।"টুখেলের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে গিয়ে দলের খেলার প্রশংসা করেছেন বেলিংহ্যাম। তিনি বলেন, "সকলে দুর্দান্ত খেলেছে। প্রতি ম্যাচে তো আর ১০০০ পাস খেলে জেতা যায় না। কখনও নোংরা ফুটবলও খেলতে হয়। সেটা এই ম্যাচে আমরা করেছি।"পরে বেলিংহ্যামের সেই জবাব শোনানো হয় টুখেলকে। এ বার আর বিতর্ক বাড়াননি ইংল্যান্ডের কোচ। তিনি বলেন, "ওর কথা একদমই সত্যি। যে ভাবে আমরা গোল খাওয়ার পর ফিরেছি, নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে জিতেছি, জেতার রাস্তা খুঁজে পেয়েছি, তার জন্য সকলকে তো কৃতিত্ব দিতেই হবে।"

জাগরণ 14 July, 2026, Tuesday আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০২৬ ইং, ■ ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কঙ্গোতে ৫ প্রদেশে ইবোলার থাবা আক্রান্ত বেড়ে ১,৮৭৩, মৃত্যু ৬৭২

কিনশাসা, ১৩ জুলাই (আইএএনএস) : গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (ডিআর কঙ্গো) ইবোলা সংক্রমণ আরও বিস্তার লাভ করেছে। দেশটির পাঁচটি প্রদেশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে এবং মোট নিশ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮৭৩। এর মধ্যে ৬৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

রবিবার (স্থানীয় সময়) প্রকাশিত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে শুক্রবার পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে ইতুরি, উত্তর কিভু, দক্ষিণ কিভু, হাউত-উয়েলে এবং চোপো প্রদেশে সংক্রমণের উপস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিস্থিতি প্রতিবেদনে হাউত-উয়েলে ও চোপো প্রদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, হাউত-উয়েলে ও চোপোতে শনাক্ত হওয়া সংক্রমণ ইতুরি প্রদেশে অবস্থিত প্রাদুর্ভাবের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনসংখ্যার চলাচলের মাধ্যমে মহামারিগতভাবে যুক্ত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে ৭৬৩ জন রোগী আইসোলেশনে রয়েছেন অথবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে শয্যা দখলের হার ৯৫.১ শতাংশে পৌঁছেছে। এখনও পর্যন্ত ৩০৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এছাড়া ২৯৯টি সন্দেহভাজন সংক্রমণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বান্ডিবুগিও ইবোলা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট এই প্রাদুর্ভাব গত ১৫ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

এর আগে শনিবার আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (আফ্রিকা সিডিসি) জানায়, ডিআর কঙ্গোতে ইবোলা মোকাবিলায় কর্মরত এক মার্কিন মানবিক সহায়তা কর্মীর সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আফ্রিকা সিডিসি এক বিবৃতিতে জানায়, স্বাস্থ্যকর্মী, মানবিক সহায়তা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য কর্মীরা অত্যন্ত চাপের মধ্যে থেকেও সংক্রমণ শনাক্ত করা, রোগীদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, আক্রান্ত মার্কিন মানবিক সহায়তা কর্মীকে ঘিরে মহামারিগত তদন্ত, সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ এবং সংক্রমণের ঝুঁকি মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। তবে তিনি কীভাবে সংক্রমিত হয়েছেন, তা এখনও তদন্তাধীন।

আফ্রিকান ইউনিয়নের জনস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ডিআর কঙ্গোতে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১১২ জন স্বাস্থ্যকর্মী বান্ডিবুগিও ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভারী বৃষ্টির জেরে পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিপাহিজলায় সোমবার সব স্কুল বন্ধ

আগরতলা, ১৩ জুলাই: টানা ভারী বৃষ্টিপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিপাহিজলা জেলার সমস্ত সরকারি, সরকার-পোষিত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে সোমবার (১৩ জুলাই) পাঠদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল থেকে দুই থেকে তিন ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই বিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দুই জেলার জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ রাখতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, ভারী বৃষ্টির কারণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যাওয়া, যান চলাচলে বিঘ্ন এবং জনজীবনে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকায় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১২ দফা দাবিতে সোনামুড়ায় সিআইটিইউ-র মিছিল ও ডেপুটেশন

সোনামুড়া, ১৩ জুলাই: বিভিন্ন শ্রমিক ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১২ দফা দাবিতে সোমবার সোনামুড়ায় মিছিল, পথসভা এবং মহকুমা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করে সিআইটিইউ-র সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটি।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সিপিআই(এম)-এর সোনামুড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভায় মিলিত হয়। পরে বিভাগীয় সম্পাদক শ্যামল মজুমদারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দিব্যেন্দু দাসের কাছে ১২ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করছে এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে তাঁর এই বক্তব্যের বিষয়ে সরকার বা বিজেপির কোনো প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

সিআইটিইউ-র উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে ছিল শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলে দাবি করা শ্রম কোড প্রত্যাহার, জি-রাম-জি প্রকল্প বাতিল করে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর খননের জেরে জল নিষ্কাশন বন্ধের অভিযোগ, কাঞ্চনমালা বাজারে একাধিক বাড়িতে বন্যার জল

আগরতলা, ১৩ জুলাই: টানা বৃষ্টির মধ্যে জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সদর মহকুমার কাঞ্চনমালা বাজার এলাকায় একাধিক বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। এতে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরচুৎ রায়, স্থানীয় বাসিন্দা মদন পাল-সহ বেশ কয়েকটি পরিবার চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাসিন্দা লিল্টু দেবনাথ নিজের জমিতে একটি পুকুর খনন করেন। তবে পুকুর খননের সময় জল নিষ্কাশনের জন্য কোনও ড্রেন বা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। এর ফলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে কাঞ্চনমালা পূর্ব বাজার এলাকার একাংশে জল জমে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের দাবি, অতীতে কখনও এই এলাকায় বন্যার জল প্রবেশ করেনি, কারণ আগে জল বেরিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট পথ ছিল। কিন্তু পুকুর খননের পর সেই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবার বৃষ্টির জল বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে। শুধু তাই নয়, জল ঢোকার কারণে একাধিক বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, পুকুর খননের সময়ই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই দাবি তাদের।

সোমবার পরিস্থিতির খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্রমনগর তহসিলদার এবং ডুকলি রেভিনিউ সার্কেলের ডিসিএম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত লিল্টু দেবনাথের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

মাকে বাঁচাতে কিডনি দাতার খোঁজে ১৩ বছরের কন্যার মানবিক আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া,১৩ জুলাই: গোমতী জেলার অমরপুর মহকুমার পশ্চিম রাঙ্গামাটি এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত শীলের স্ত্রী মুক্তা শীল (৩২) দীর্ঘদিন ধরে জটিল কিডনি রোগে ভুগছেন। গত এক বছর ধরে রাজ্য ও বহিরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলেছে।

বর্তমানে গত চার মাস ধরে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে।চিকিৎসকদের মতে, মুক্তা শীলের দুটি কিডনিই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। তাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় দ্রুত কিডনি প্রতিস্থাপন। সময়মতো প্রতিস্থাপন না হলে তার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের একমাত্র ১৩ বছরের কন্যা মাকে বাঁচানোর আকুতি জানিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে মানবিক আবেদন করেছে। অসহায় শিশুটি বারবার তার বাবাকে বলছে, "বাবা, যেভাবেই হোক মাকে বাঁচাও। মা ছাড়া আমার পৃথিবী অন্ধকার।" তার এই হৃদয়স্পর্শী আবেদন সকলের কাছে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। মুক্তা শীলের রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ। সম্ভাব্য কিডনি দাতার বয়স ২৬ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং তার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ অথবা বি পজেটিভ হওয়া প্রয়োজন। কিডনি দান সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকদের পরামর্শ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে মুক্তা শীল"কে একটি কিডনি দান করে তার জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসতে চান, তাহলে পরিবারের পক্ষ থেকে নিচের নম্বর দুটিতে যোগাযোগ করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছেন। যোগাযোগ: ৭৬১৯৩১৩৮২৫ / ৮৮৩৭২৪২৩২৬।

কাতারের ফাদার আমিরের প্রয়াণে আজ দেশজুড়ে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

আগরতলা, ১৩ জুলাই: কাতারের ফাদার আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানি-র প্রয়াণে আজ সারা দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। সেই অনুযায়ী রাজ্যেও এই রাষ্ট্রীয়

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১২ জুলাই শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানি প্রয়াত হন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৩ জুলাই দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় শোক উপলক্ষে দেশের যেসব সরকারি ভবনে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সেখানে জাতীয় পতাকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য মানুষের সার্বিক উন্নয়ন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রতিটি জেলা প্রশাসন এবং প্রতিটি দপ্তরকে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ও উন্নয়নমূলক কাজগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। একইসঙ্গে আরক্ষা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ অন্যান্য সমস্ত দপ্তরকে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণকে একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। তাই প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরের আধিকারিকদের জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার পাশাপাশি দপ্তরগুলির নিজেদের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করতে হবে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের সময় সাধারণ জনগণের স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কোনও উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে যেন নাগরিকগণ শব্দদূষণ বা অন্য কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্ধারিত মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলির পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। বিশেষ করে কুমারঘাট হাসপাতালের শিশু বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। ধলাই জেলায় ম্যালেরিয়া এবং বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একইসঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়েও তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদানের মান এবং মিড-ডে-মিল পরিষেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই পরিষেবাগুলির গুণগত মান বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা প্রাপকদের নির্ধারিত সময়ে ভাতা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় রাখতে জেলাশাসকদের নিয়মিত ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শন ও নজরদারি রাখার আহ্বান জানান। এছাড়াও বিদ্যুৎ পরিষেবা যাতে নির্বিঘ্ন থাকে, সে লক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী ভার্চুয়ালি রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারগণের সঙ্গে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জোলাইবাড়ীতে সরকারি ধান ক্রয় শুরু, কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে উদ্যোগ

আগরতলা, ১৩ জুলাই: কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জোলাইবাড়ীতে সরকারি ধান ক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার জোলাইবাড়ী ব্লক সংলগ্ন এলাকায় জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর এবং শান্তিরবাজার মহকুমার খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

সোমবার রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হওয়ায় কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াই সরকারি ধান ক্রয়ের কাজ শুরু হয়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ধান বিক্রির জন্য সংগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। যাতে কৃষকদের কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে না হয় এবং সহজে ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন ধান ক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, জোলাইবাড়ী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, বিএসসি-র চেয়ারম্যান অশোক মগ, সমাজসেবী সুজিত দত্ত, জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নবব্রত দত্ত-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, সোমবার থেকে শুরু হওয়া সরকারি ধান ক্রয় কার্যক্রম আগামী ১১ দিন ধরে চলবে। কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ধান ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা দরে ক্রয় করা হবে। তিনি আরও জানান, জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের অধীনে মোট ১,৩১৮ মেট্রিক টন এবং বগাফা কৃষি দপ্তরের অধীনে ১,১০০ মেট্রিক টন ধান সরকারি ভাবে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি ধান ক্রয়ের প্রথম দিনেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কৃষকদের দাবি, সরকারের এই উদ্যোগের ফলে তাঁরা সহজেই ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারছেন, যা ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনে আরও উৎসাহ জোগাবে।

৩ কেজি পাঁঠার মাংসে ওজন কমের অভিযোগ, টাকা ফেরত চাইতেই ক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ; হাসপাতালে ভর্তি আহত ব্যক্তি

বিশালগড়, ১৩ জুলাই: বিশালগড়ের লালশিংমুড়া বাজারে পাঁঠার মাংস কেনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তাকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তি বাজারের একটি দোকান থেকে প্রতি কেজি ১,০০০ টাকা দরে ৩ কেজি পাঁঠার মাংস কেনেন এবং মোট ৩, ০০০ টাকা পরিশোধ করেন। পরে ওজন নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুনরায় মাংসটি ওজন করার অনুরোধ জানান। এ নিয়ে দোকানদার ও ক্রেতার মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, পুনরায় ওজন করে দেখা যায় নির্ধারিত ৩ কেজির তুলনায় প্রায় ১ কেজি ৭০ গ্রাম মাংস কম রয়েছে। এরপর অতিরিক্ত নেওয়া টাকা ফেরত চাইলে দোকানদার এবং বাজারে উপস্থিত আরও কয়েকজন মিলে ওই ক্রেতার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মারধরে গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবিতে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ঘটনার অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে।

ধর্মনগরে শহীদ কমরেড বাদল শীলের তৃতীয় শহীদ দিবস পালিত

ধর্মনগর, ১৩ জুলাই: যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রবিবার ধর্মনগরে পালিত হলো শহীদ কমরেড বাদল শীলের তৃতীয় শহীদ দিবস। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার ধনপুরের বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা পিন্টু রঞ্জন ঘোষ

মেলাঘর, ১৩ জুলাই: মেলাঘরের বহুল আলোচিত নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় অবশেষে মূল অভিযুক্ত ধনপুরের বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা পিন্টু রঞ্জন ঘোষকে গ্রেফতার করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। সোমবার গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নাকা চেকিং চলাকালীন তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে আত্মগোপন করে ছিল। তদন্ত অব্যাহত রেখে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল পুলিশ। এদিন একটি গাড়িতে করে আগরতলার দিকে পালানোর চেষ্টা করার সময় মেলাঘর থানার পুলিশের নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ে সে। অভিযোগ, অভিযুক্ত পিন্টু রঞ্জন ঘোষ গত প্রায় দুই বছর ধরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে আসছিল। এই ঘটনায় মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সরব হন সাধারণ মানুষ।

গ্রেফতারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেলাঘর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) জানান, ঘটনার শুরু থেকেই পুলিশ গুরুত্ব সহকারে তদন্ত চালিয়ে আসছিল। আইনি প্রক্রিয়া ও তদন্তের স্বার্থে কিছুটা সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে আদালতে তোলা হবে এবং মামলার আরও তথ্য সংগ্রহ ও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার ২৫২ টি পরিবারকে পোল্ট্রি পালনে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনায় পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার ২৫২ টি পরিবারকে পোল্ট্রি মোরগ পালনে সহায়তা করা হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে এই প্রকল্পে পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব চম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫ টি, উত্তর চাম্পামুড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, মধ্য চাম্পামুড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, পশ্চিম চাম্পামুড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, মেঘলিপাড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, তুলাকোণা পঞ্চায়েতে ১৫ টি, বৃদ্ধনগর পঞ্চায়েতে ১৫ টি, ডলুরা পঞ্চায়েতে ১৫ টি, পূর্ব নোয়াগাঁও পঞ্চায়েতে ১৫ টি, পশ্চিম নোয়াগাঁও পঞ্চায়েতে ১৫ টি, ডিসি পাড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, দেবরাম ঠাকুর পাড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, পূর্ব নোয়াবাদী পঞ্চায়েতে ১৫ টি, বিটি পাড়া পঞ্চায়েতে ১৫ টি, ধুপছড়া ভিসিতে ১০ টি, পশ্চিম রাধামোহনপুর ভিসিতে ৭ টি, রাধামোহনপুর ভিসিতে ৫ টি, শান্তিপাড়া পঞ্চায়েতে ১০ টি, এবং আরকে নগর পঞ্চায়েতে ১০ টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

এ প্রকল্পে প্রত্যেক পরিবারকে ২০টি করে উন্নত প্রজাতির মুরগীর ছানা প্রদান করা হয়। এজন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৮ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ টাকা। পুরাতন আগরতলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ধর্মনগরে প্রস্তুতি সভা, শান্তিপূর্ণ আয়োজন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জোর

ধর্মনগর, ১৩ জুলাই: আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে শুক্রবার রথযাত্রা কমিটির উদ্যোগে এক প্রস্তুতি ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।

সভায় রথযাত্রা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভক্তদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে উৎসব নির্বিঘ্ন ও সফলভাবে সম্পন্ন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমাশাসক দেবযানী চৌধুরী, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, ধর্মনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মিনা দেববর্মা, প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক, রথযাত্রা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন, রথযাত্রা কমিটি এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতায় এবারের রথযাত্রা উৎসব শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে। সভার শেষে উৎসবকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

দীর্ঘ দেড় বছর ধরে বেহাল রাস্তা, মরণফাঁদে পূর্ব বামুটিয়ার মণিপুরপাড়া দ্রুত সংস্কারের দাবি বাসিন্দাদের

আগরতলা, ১৩ জুলাই: দীর্ঘ দেড় বছর ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বামুটিয়া ব্লকের পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আগরতলা—বামুটিয়া প্রধান সড়ক থেকে মণিপুরপাড়া পর্যন্ত ইটের সলিং রাস্তা। ভাঙাচোরা রাস্তা, ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট এবং বড় বড় গর্তের কারণে এটি বর্তমানে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার কোনও সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তার কালভার্ট ভেঙে পড়েছে, বিভিন্ন স্থানে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে এবং রাস্তার দু"ধারের ইট ধসে পড়ায় যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা দিয়েই এলাকার মানুষ প্রতিদিন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন কর্মস্থলে যাতায়াত করেন। জরুরি পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স বা দমকলের গাড়িও সহজে প্রবেশ করতে পারে না। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে, ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বাড়িতেও যাতায়াত করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একাধিকবার রাস্তার পরিমাপ ও সমীক্ষার কাজ হলেও এখনও পর্যন্ত মেরামতের কাজ শুরু হয়নি। অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু করে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন প্রশাসন কবে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির সংস্কারে উদ্যোগী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পূর্ব বামুটিয়ার মানুষ।

চড়িলামে গভীর রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত তিন যুবক

চড়িলাম, ১৩ জুলাই: গভীর রাতে চড়িলাম বাজার সংলগ্ন সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনে জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবক গুরুতর আহত হন। গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে চলা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ঘুম থেকে উঠে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। গাড়ির ভেতরে আটকে থাকা আহতদের উদ্ধার করতে স্থানীয়রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান। রবিবার গাড়ির ভেতর থেকে গুরুতর আহত তিন যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতির কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

কৈলাসহরে মোটরবাইক-সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারালেন সাইকেল আরোহী

কৈলাসহর, ১৩ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে মোটরবাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে আইটিআই হোস্টেল সংলগ্ন সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ মোটরবাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাইকেল আরোহী শহীদ মিয়া (৫৭) গুরুতর আহত হন। তাঁর বাড়ি ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

জিবি হাসপাতালে পৌঁছানোর পর বিকেল প্রায় ৩টা নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরবাইকটি আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-07-2026, 00:54